রাঁচি, শনিবার
26:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>310 >>08 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১০ >> << ০৮ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

মিয়ানমারের সব মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র

জেনেভা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে. ব্লিংকেন বলেছেন, মিয়ানমারের সব মানুষের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুক্রবার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন। ব্লিংকেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের জনগণের 'গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ' ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায়, তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে অবস্থানরত ভুক্তভোগী ও নিগ্রহ থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের পাশে রয়েছে। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ব্লিংকেন। তিনি বলেন, অন্তত ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ পাশাপাশি এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সাল থেকে মিয়ানমার, বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলের অন্যত্র সংকটে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২১০ কোটি ডলারের বেশি সহায়তা প্রদান করেছে। এ সহায়তা, সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন রক্ষাকারী মানবিক সাহায্যের মধ্যে, বৃহত্তম একক সহায়তা কার্যক্রম। মিয়ানমার জুড়ে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গাসহ জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক।

বাজার দর

SENSEX : 64886.51 -365.83
NIFTY : 19265.80 -120.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.12 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.28 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ৬৯তম জাতীয় পুরস্কার ঘোষিত, সেরা অভিনেত্রী আলিয়া ভাট, সেরা বাংলা সিনেমা কালকক্ষ

কলকাতা ঃ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ৬৯তম জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা হল বৃহস্পতিবার ২৪ অগাস্ট। প্রতি বছর এই পুরস্কারের জন্য মুখিয়ে থাকেন দেশের অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে চিত্র নির্দেশকরা। ভারতের মধ্যে সিনেমার জগতে সবচেয়ে বড় সম্মান হল 'জাতীয় পুরস্কার।' সেরা ছবি থেকে সেরা নির্দেশক বেছে নেওয়ার মঞ্চ হিসেবে জাতীয় পুরস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। চলতি বছরে একাধিক বিভাগে বাজিমাত করেছে 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'। পিছিয়ে নেই অস্কার মঞ্চে সেরার শিরোপা জয় করা রাজামৌলির 'আরআরআর'। চলতি বছরে 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'র জন্য প্রথম জাতীয় পুরস্কার অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। যৌথ ভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন 'মিমি' সিনেমাটির জন্য কৃতি শ্যানন। সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন 'পুষ্পা ঃদ্য রাইজ' ছবির জন্য দক্ষিণী অভিনেতা আল্লু অর্জুন। 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'র ঝুলি এই বছরের জাতীয় পুরস্কারে ভরে উঠেছে। ৫টি বিভাগে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে এই ছবি। সেরা এডিটর এর পুরস্কার পেয়েছেন সঞ্জয় লীলা বনশালি। অন্যদিকে 'পুষ্পা ঃ দ্য রাইজ' ছবির জন্য সেরা সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন দেবী শ্রী প্রসাদ। সেরা সিনেমার শিরোপা পেয়েছে ভিকি কৌশল অভিনীত 'সর্দার উধম'। অন্যদিকে ৬টি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে এস রাজামৌলি পরিচালিত 'আরআরআর'। জাতীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিবার নজর থাকে বাংলা সিনেমার উপরেও। কারণ হিন্দি পাশাপাশি আঞ্চলিক সিনেমাও প্রতি বছরই জিতে নেয় একাধিক বিভাগে পুরস্কার। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে বাংলা খুব বেশি পুরস্কার জেতেনি। যদিও সেরা বাংলা সিনেমা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে রাজদীপ পাল পরিচালিত 'কালকক্ষ' ছবিটি। অরিন্দম শীল পরিচালিত 'মহানন্দা'ও ছিল জাতীয় পুরস্কারের দৌড়ে। তবে তাকে হারিয়ে শেষমেশ শেষ হাসি হাসল 'কালকক্ষ'। এছাড়া 'ঝিল্লি' সিনেমাটিকেও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে। সহ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন পল্লবী জোশী। দেখা যাবে ৬৯তম জাতীয় পুরস্কারে সেরার পুরস্কার এসেছে দুই বাঙালির ঘরে। সুজিত সরকারের 'সর্দার উধম' সেরা সিনেমার পুরস্কার তো পেয়েছেই, সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগে অভীক মুখোপাধ্যায়ও এর জন্য জিতেছেন সেরার পুরস্কার। চলতি বছরে আঞ্চলিক সিনেমাগুলির মধ্যে মালায়ালাম সিনেমা জিতেছে অনেকগুলি বিভাগে সেরার শিরোপা।

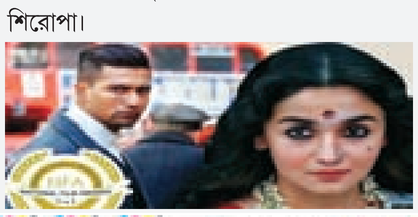

হোয়াইট হাউজ বলেছে, সৌদি ইসরাইল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ এত আসন্ন নয়

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান সৌদি ইসরাইল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি সম্পর্কে প্রত্যাশা কমিয়ে দিয়েছেন। ওয়াশিংটন এই চুক্তি নিয়ে কাজ করছে। সালিভান এমন সংবাদ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন যা ইঙ্গিত করে যে চুক্তিটি আসন্ন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে স্বাভাবিকীকরণের আলোচনা শুরু হয়েছিল। উক্ত প্রশাসন ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় এমন আব্রাহাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য সৌদি আরব যাতে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং মরক্কোর সাথে যোগ দেয় তার চেষ্টা করছিল।
চুক্তির পর থেকে ইসরাইলের সাথে রিয়াদের সম্পর্ক ক্রমবর্ধমানভাবে উষ্ণ হয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে সৌদি আরব ইসরাইলগামী এবং ইসরাইল থেকে আসা বিমানের জন্য আকাশসীমা উন্মুক্ত করার পরে বাইডেনকে প্রথম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে তেল আবিব থেকে সরাসরি জেদ্দায় যাত্রা করার অনুমতি দেয়।
আলোচনা অব্যাহত থাকায় পক্ষগুলো তাদের শর্তাবলী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি, তবে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিবেদনে এই ধরনের চুক্তি কেমন হতে পারে তার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।
ইরানকে নিরস্ত্র করার জন্য ইসরাইলের আরও সৌদি সমর্থন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এমনকি দেশটি সৌদিদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিস্তৃত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে সর্বাধিক লাভবান হতে চাইছে। সৌদি আরব প্রধান একটি আরব দেশ এবং মুসলিম বিশ্বের মতামত নির্মাতা। একটি চুক্তি ইংদোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করতে পারে।
ফিলিস্তিনিদের সাথে সমঝোতা বর্তমান ইসরাইলি সরকারের অধীনে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমান ইসরাইলি সরকার ইতিহাসের সবচেয়ে ডানপন্থী সরকার। কিন্তু ওয়াশিংটন ইসরাইলকে আরও কেন্দ্রবাদী জোটের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার গোয়েন্দা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের উদ্যোগ আবারও ব্যর্থ হয়েছে

সিউলঃ উত্তর কোরিয়া কক্ষপথে একটি গোয়েন্দা উপগ্রহ স্থাপনে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যর্থ হয়েছে। তবে, ৬ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তারা আবার চেষ্টা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টার আগে রকেট উৎক্ষেপণের প্রায় দুই ঘন্টা পরে এক সরকারি গণমাধ্যমের পোস্টে বলা হয়েছে, পিয়ংইয়ং সোহে স্যাটেলাইট লঞ্চিং গ্রাউন্ডে তাদের নতুন ধরনের পরিবাহী রকেট চোল্লিমা ১'এ মালিগিয়ং ১ উপগ্রহ স্থাপন ও উৎক্ষেপণ করেছে।
সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ তাদের ইংরেজি প্রতিবেদনে বলেছে, রকেটের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উড়ান স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের উড়ানের সময় জরুরি ব্লাস্টিং ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হয়। বিশ্লেষকেরা বলেছেন, জরুরি ব্লাস্টিং ব্যবস্থা একটি ফ্লাইট টার্মিনেশন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যা রকেটে তৈরি করা হয় জরুরি পরিস্থিতিতে নিজ থেকেই ধ্বংসের জন্য।
কেসিএনএ আরও জানায়, উত্তর কোরিয়ার মহাকাশ প্রশাসন অক্টোবরে আরেকটি রকেট উৎক্ষেপণ করবে এবং ব্যর্থতার কারণগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উত্তর কোরিয়া এর আগে ৩১ মে প্রথম কক্ষপথে গোয়েন্দা উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তখন বলেছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইঞ্জিন অস্বাভাবিকভাবে চালু হওয়ার কারণে রকেটটি চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে।
১০ অক্টোবর উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কাছাকাছি সময়ে তৃতীয়বারের মতো রকেট উৎক্ষেপনের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এমনটাই জানিয়েছেন পরমাণু শক্তিধর দেশটির একত্রীকরণ মন্ত্রকের একজন কর্মকর্তা। এই মন্ত্রক আন্তকোরীয় বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করে।
সোওলের বিশ্লেষকেরা উল্লেখ করেছেন যে, অক্টোবরের উদ্যোগটি উত্তর কোরিয়ার জন্য এ বছরের মতো শেষ সুযোগ হতে পারে। শীতের মরসুমের আগেই উদ্যোগ নিতে হবে। শীতের সময় রকেটের তরল জ্বালানি ও অক্সিডাইজার হিমায়িত হয়ে যেতে পারে।

রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক ছিলেন না ট্রাম্প

নিউ ইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চান এমন আটজন রিপাবলিকান বুধবার রাতে উইসকনসিনে একটি মঞ্চে বিতর্ক করেন। তবে এতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প উপস্থিত ছিলেন না। এটা ছিল আগামী বছরের নির্বাচনের আগে তাদের দলের প্রথম বিতর্ক। দুই ঘণ্টার এই টেলিভিশন বিতর্কে উপস্থাপকদের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে ঘরে অনুপস্থিত হাতিবলে অভিহিত করেন। রিপাবলিকান দলে এখন পর্যন্ত নির্বাচনী দৌড়ে সামনে থাকা ট্রাম্প মনে করেছিলেন, তিনি ভোটে এত এগিয়ে আছেন যে, তাঁর মঞ্চে থাকার প্রয়োজন নেই। কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন ট্রাম্পের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ও নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি ট্রাম্পকে আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অযোগ্য মনে করেন। তারা বলেন, সংবিধানের প্রতি তাঁর অসম্মান ছিল। সেই সঙ্গে তিনি এখনো ৯১টি অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি। সম্প্রতি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে হেরে যাওয়ায় ভোটের ফল পাল্টানোর চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ মামলার কার্ক্রমে সহায়তা করতে ট্রাম্পের বৃহস্পতিবার জর্জিয়ার রাজধানী আটলান্টায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করার কথা রয়েছে।
রিপাবলিকান দলের সকল প্রার্থী বলেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের গর্ভপাতের অধিকারের ওপর বিধিনিষেধের পক্ষে। কিন্তু খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন গর্ভাবস্থার কততম সপ্তাহে এটি করা উচিত।

মূল কান্ডারি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি চিঠিই সারাভাইকে পৌঁছে দিয়েছিল বিশ্বের আঙিনায়

ভারতের সফল চন্দ্রাভিযানে জুড়ে রইল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম

কলকাতা ঃ ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রাণপুরুষ ডঃ বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। ২৩ অগাস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযানকে নিরাপদে অবতরণ করানোর মূল কান্ডারি ছিল, 'বিক্রম'। এই ল্যান্ডার এ চেপেই সফল হল চন্দ্রাভিযান। ইসরো আগেই জানিয়েছিল, ল্যান্ডার এর নাম 'বিক্রম' রাখা হয়েছিল কেন। এমনকী আগের চন্দ্রযান ২ অভিযানের ক্ষেত্রেও ল্যান্ডারের নাম ছিল এই 'বিক্রম'ই।) ইসরোর প্রাণপুরুষকে সম্মান জানিয়েই এই ঐতিহাসিক চন্দ্রযাত্রায় তাই 'বিক্রম' নামটা যোগ করেছে ইসরো। ল্যান্ডার তৈরি হয়েছে প্রয়াত বিক্রম সারাভাইয়ের নামেই।
জানা গেছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি চিঠিই সারাভাইকে পৌঁছে দিয়েছিল বিশ্বের আঙিনায়। আজ ইসরোর তুখোড় সাফল্যের দিনে যখন বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের কথা বারবার ফিরে আসছে, তখন আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে রবি ঠাকুরের সেই চিঠিও।
জানা গেছে, গুজরাত কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হয়ে সারাভাই যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করতে যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে তার জন্য একটি 'রেকমেন্ডেশন লেটার' লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে চিঠির ছবি আজ ফের ঘুরেফিরে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
রবি ঠাকুর লিখেছেন, আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিস্টার বিক্রম সারাভাই অ্যাডমিশনের জন্য কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করছি। এই তরুণের বিজ্ঞান সাধনার প্রতি অসীম আগ্রহ, কেমব্রিজে শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এঁকে চিনি, এঁর পরিবারের সুশিক্ষা সম্পর্কেও জানি। ওঁর ভাই বোনেরা এখন অক্সফোর্ডে পড়ছে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশনের জন্য ইনি সুযোগ্য।
টাইপ করা চিঠির নীচে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর।

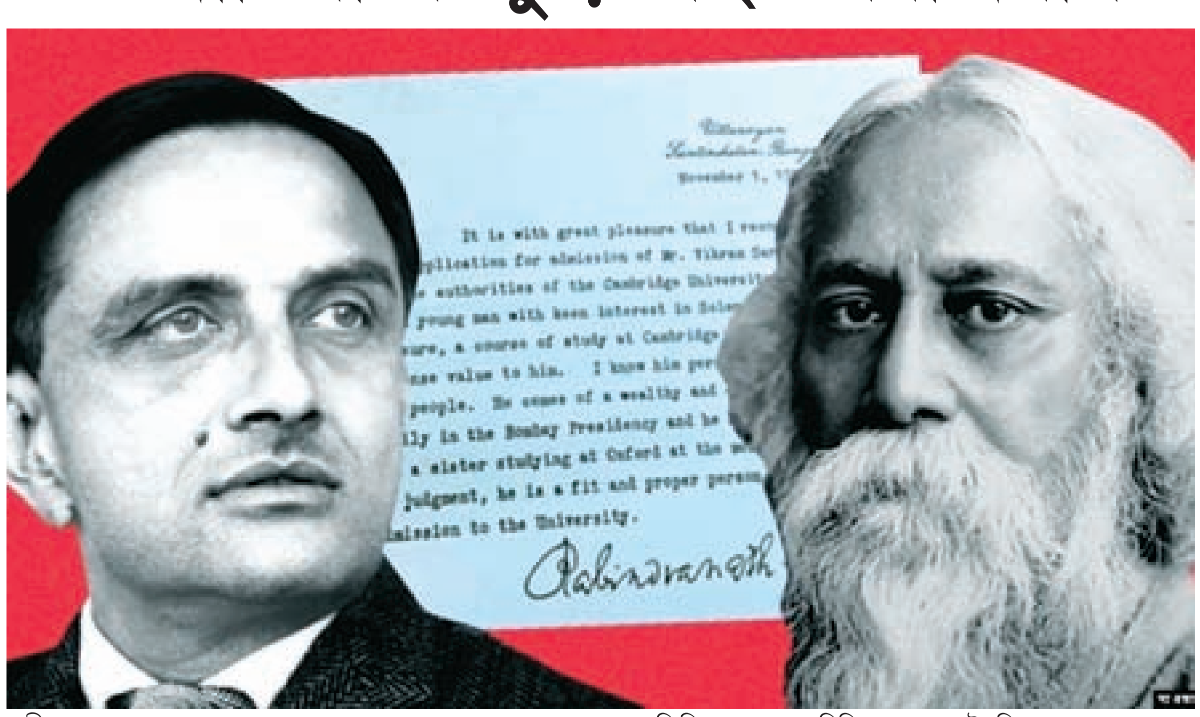

১৯১৯ সালের ১২ অগাস্ট আমদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন আম্বালাল সারাভাইয়ের ছেলে বিক্রম সারাভাই। তিনি ছিলেন আম্বালাল ও সরলা দেবীর আট সন্তানের একজন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আমদাবাদ ভ্রমণে এসেছিলেন, তিনি আম্বালাল সারাভাইয়ের বাড়িতে অতিথি হিসেবে থেকেছিলেন। তিনি তখনই ছোট্ট বিক্রম সারাভাইকে দেখেই বলেছিলেন, এই ছেলে বড় হয়ে বিরাট বড়ো কিছু করবে। সত্যিই তাই হয়। সেই ছেলেই বড় হয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং জ্যোতির্বিদ হন। তাকেই ভারতের 'অন্তরীক্ষ গবেষণার জনক' বলা হয় পরবর্তী কালে। ১৮ বছর বয়সে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যা পড়তে যান তিনি। রবি ঠাকুরের সুপারিশপত্রটি সেই সময়েরই। সেখান থেকে ডক্টরেট করেন তিনি। 'কসমিক রে ইনভেস্টিগেশন ইন ট্রপিকাল ল্যাটিচিউড' বিষয়ে অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি।
তবে এর পরে বিদেশে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি ১৯৪৭ সালে ভারতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি বিখ্যাত ভারতীয় নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ডঃ সিভি রমনের পরামর্শে ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যান। এর পরেই উদ্যোগী হন গবেষণা কেন্দ্র তৈরির কাজে। পরিবার ও বন্ধুদের সাহায্যেই ১৯৪৭ সালের ১১ নভেম্বর আমদাবাদে গড়ে তোলেন 'ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি' (পিআরএল)। এর পরে ১৯৬২ সালে তিনি ভারতে মহাকাশ গবেষণার জন্য তৈরি করেন 'ভারতীয় জাতীয় কমিটি'। পরে এই প্রতিষ্ঠানেরই নাম হয় 'ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র' বা ইসরো। ওই বছরেই বিক্রম সারাভাই দক্ষিণ ভারতের থুম্বায় 'থুম্বা ইকোয়টোরিয়াল রকেট লঞ্চিং স্টেশন' প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীতে যার নাম হয় 'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার'। ভারতের পারমাণবিক গবেষণার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টস প্রতিষ্ঠাতেও তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। পারমাণবিক গবেষণাকে তিনি শিক্ষা এবং দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন তিনি। পিআরএল ছাড়াও আমদাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিটি সায়েন্স সেন্ঃটার, দর্পণ অ্যাকাডেমিসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তিনি। ১৯৬৬ সালে তাকে পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া হয়। সারাভাই দেশের রকেট প্রযুক্তির নেতৃত্বেও ছিলেন। তিনি ভারতে স্যাটেলাইট টিভি সম্প্রচারের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এর পরে ১৯৭১ সালে কেরলের কোভালামে রহস্যজনক ভাবে তার মৃত্যু হয়। ১৯৭২ সালে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানেও ভূষিত করা হয় তাকে। এর পরেও ১৯৭৩ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন'এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাঁদের একটি গহ্বরের নাম রাখা হয় 'সারাভাই ক্রেটার'। তারই দূরদর্শিতা, গবেষণা এবং প্রচেষ্টার ফলে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'কে ১৯৭৫ সালে মহাকাশে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল। আজ, মৃত্যুর পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে, এখনও মহাকাশ বিজ্ঞানে উজ্জ্বল হয়ে আছে নামটি। 'বিক্রম' ল্যান্ডার ছাড়া সফল হতো না চন্দ্রযান ৩ অভিযান। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম দেশ হিসেবে ভারত যে জয়পতাকা ওড়াল বিশ্বের দরবারে, সে পতাকায় মিশে আছেন বিক্রম সারাভাই। আর তার কৃতিত্বেই জড়িয়ে আছে সকল বাঙালির প্রাণের রবি ঠাকুরের নামটিও।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK web : www.rashtriyakhabar.com epaper.rashtriyakhabar.com

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীরা নির্দল প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন তারাই গলকাল আক্রমণ চালায়

উত্তর দিনাজপুর ঃ বুধবার সকালে থমথমে পরিবেশ আতালডাঙ্গিতে। এলাকাবাসী জানাচ্ছে মঙ্গলবার অনেক রাত অবধি এলাকায় পুলিশ ছিল, কিন্তু সকাল থেকে এলাকায় নেই পুলিশ। এখনও সংঘর্ষের এলাকায় পড়ে আছে কার্তুজের খোল। এলাকার সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন তারা তৃনমুল কংগ্রেসের সমর্থক, এবং তাদের আরও দাবী গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীরা নির্দল প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন তারাই গলকাল আক্রমণ চালায়। আবারও তাদের ওপর হামলা হতে পারে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তারা। মঙ্গলবার যেখানে গুলি চলেছিল সেখান থেকে ৫০০ মিটার দূরে আতালডাঙ্গী হাট। জানা গেছে গোলমালের সুত্রপাত এই বাজার সংলগ্ন এলাকায় যে তৃনমুল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আছে সেখান থেকে।এই পার্টি অফিসে বসে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধানের স্বামী মহাম্মদ আব্দুল। সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সিটগুলিতে চোপড়া স্টাইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় হামিদুল পন্থী তৃনমুল কংগ্রেস। কিন্তু জেলা পরিষদ সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তৃনমুল কংগ্রেসের টিকিটে এলাকার তৃনমুল নেতা তথা কানাইয়া পন্থী জাহিদুলের স্ত্রী টিকিট পায়। বিপক্ষে নির্দল হয়ে দাঁড়ায় হামিদুল রহমানের মেয়ে আরজুনা বেগম। আরজুনা কে সমর্থন করে এবং আরজুনার পক্ষে প্রচার করে মহাম্মদ আব্দুল। কিন্তু জেলা পরিষদে পরাজিত হয় নির্দল আরজুনা। গোলমালের সুত্রপাত এখান থেকেই। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার বিকালে ফের উতপ্ত হয় সাউজালি। হামিদুল পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দাবী প্রথম আক্রমন চালায় কানাইয়া পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। আর পালটা আক্রমণ করে হামিদুল পন্থীরা।

তবে এদিন মুখ খুলেছেন মুল অভিযুক্ত মোহাম্মদ আবদুল। আব্দুলের দাবী প্রথম আক্রমন চালায় জেলা পরিষদে জেতা তৃনমুল প্রার্থীর স্বামী জাহিদুলের লোকেরা। আব্দুলের আরও দাবী সে বিধায়ক কন্যার কোনও প্রচারে ছিল না। পাশাপাশি আব্দুলের দাবী গোয়ালগছে তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বদিরের বাড়িতে বুধবার ১১ টা নাগাদ আগুন দিয়েছে জাহিদুলের লোকেরা।

এদিন মুখ খুলেছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানও। হামিদুল সাহেবের দাবী যারা তৃনমুলে টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়েছিলেন তাদের ফেরানো হয়েছে। পুলিশকে বলা হয়েছে যাতে গোলমাল না বাড়ে সেদিকে নজর রাখতে। দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনে শহিদ জগন্নাথ রায়ের স্ত্রীকে প্রার্থী হিসেবে নাম প্রকাশ করলো বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ অবশেষে স্বাধীনতা দিবসে গভীর রাতে বিজেপির প্রার্থী পদ ঘোষণা। ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনে শহিদ জগন্নাথ রায়ের স্ত্রীকে প্রার্থী হিসেবে নাম প্রকাশ করলো বিজেপি।২০২১ সালের ২৯ মার্চ কাশ্মীরে পুলওয়ামায় জঙ্গী হামলায় প্রাণ হারান জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বাসিন্দা সিআরপিএফ জওয়ান জগন্নাথ রায়। তার স্ত্রী তাপসী রায়। বর্তমানে বাড়ি করছেন শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়ায়। আপাতত ভাড়া থাকেন শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লী এলাকায়। ৩২ বছর বয়সী, বাংলায় এমএ পাস। পরিবারে এক সন্তান চার বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। যদিও গত বিধান সভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে বিধায়ক হয়েছিলেন প্রাক্তন সেনা কর্মী বিষ্ণু পদ রায়। তার অকাল প্রয়াণে আবারো উপনির্বাচনে শহীদ জওয়ানের স্ত্রীকে প্রার্থী করলেন বিজেপি।

ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঠের পাশে থাকা গাছ ভেঙে মৃত্যু হল এক দর্শকের, জখম হয়েছেন আরো কয়েকজন

শিলিগুড়ি ঃ স্বাধীনতা দিবসে ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখোয়ায় তরুণ সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।সেই খেলা চলাকালীন মাঠের পাশে থাকা গাছ ভেঙে মৃত্যু হল এক দর্শকের।নাম ধনঞ্জয় সিংহ। জখম হয়েছেন আরো কয়েকজন। গতকাল ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখোয়ায় তরুণ সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা চলছিল।খেলা দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিলেন।অনেকে মাঠের পাশে থাকা গাছের ডালে বসে খেলা দেখছিলেন।সেইসময় আচমকাই গাছের ডাল ভেঙে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের ওপর পড়ে। ঘটনায় বেশকয়েকজন জখম হন। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক দর্শকের মৃত্যু হয়।গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে বেশ কয়েকজন।

ভালোবাসা মোড় এলাকায় একটি নির্মিয়মান বাড়ি থেকে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভালোবাসা মোড় এলাকায় একটি নির্মিয়মান বাড়িতে চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুজনকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। জানা যায়, গতকাল ওই নির্মিয়মান বাড়ি থেকে চুরি যায় বাড়ি তৈরির নানা সামগ্রী যেমন ক্লিপ, ড্রিল মেশিন, দরজার লক ইত্যাদি।

বিভিন্ন রেস্তোরাঁর খাবারের দোকানগুলি ঘুরে দেখল কোচবিহার পৌরসভা ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি দল

কোচবিহার ঃ বিভিন্ন রেস্তোরাঁর খাবারের দোকানগুলি ঘুরে দেখল কোচবিহার পৌরসভা ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি দল। বুধবার কোচবিহার দাস ব্রাদার্স চৌপতি থেকে এই অভিযান শুরু করা হয়। ওই চত্বরে থাকা বিভিন্ন রেস্তোরাঁগুলি খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করবার পাশাপাশি সেখানকার মালিকের সাথেও কথা বলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। এদিন বিভিন্ন রেস্তোরাঁতে থাকা বাসি খাদ্য সামগ্রী ফেলে দেবার নিদান দেন আধিকারিকরা। এছাড়াও ট্রেড লাইসেন্স সহ দোকানে একাধিক নথি ও খতিয়ে দেখা হয় বেশ কিছু দোকানে নিয়ম ভঙ্গের কারণে জরিমানাও করা হয়। কোচবিহার পৌরসভা ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই অভিযান লাগাতার চালানো হবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা। সেই সাথে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যূনতম নিরাপত্তার সাথে, বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও খাবার দোকানগুলিতে পরিষেবা নিতে পারেন সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন কোচবিহার ১ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান সহ এক ঝাক তৃণমূল কর্মী

কোচবিহারঃ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন কোচবিহার ১ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিতেন বর্মন এবং চেয়ারম্যান অমল চন্দ্র সরকার। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় জয়কার। এরপরও কোচবিহারের এক নম্বর ব্লক থেকেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন সুমিতা বর্মন এবং সহসভাপতি হন আব্দুল জলিল আহমেদ। তারপরেও কোচবিহারের এক নম্বর ব্লক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান অমল চন্দ্র সরকার সহ এক ঝাক তৃণমূল কর্মী বিজেপি জেলা পার্টি অফিসে এসে বিজেপিতে যোগদান করলেন।

যাদবপুর কান্ডের উত্তাপ পৌঁচ্ছাল জলপাইগুড়িতে। এসএফআই কর্মীদের অতর্কিত হামলা টিএমসিপির

জলপাইগুড়ি ঃ যাদবপুর কান্ডের উত্তাপ পৌঁচ্ছাল জলপাইগুড়িতে। এসএফআই কর্মীদের অতর্কিত হামলা টিএমসিপির। পাল্টা এস এফ আই এর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ টিএমসিপি র। এর ফলে এসএফআই-টিএমসিপি সংঘর্ষ শুরু হয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতি জলপাইগুড়িতে। গোটা ঘটনা ঘটেছে পুলিশের সামনেই। পুলিশের সামনেই এসএফআই কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল টিএমসিপির বিরুদ্ধে । বুধবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোড এলাকায় ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে ঢুকতে বাঁধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ঘটনার রেশ পৌঁচ্ছাল জলপাইগুড়িতে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মিছিল থেকে এসএফআই পার্টি অফিসে অতর্কিত হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং রেফ নামানো হয়। আটক বেশ কয়েকজন বাম নেতা।

একটি গাড়ি সমেত এই ত্রিশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজন আটক

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাস থেকে ৪ কেজি ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল এস ও জি এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় ধৃত তিনজনের নাম দূর্গা সোরেন,প্রদীপ মুন্ডা এবং রশিদ শেখ। ধৃত দূর্গা এবং প্রদীপের বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে । অন্যদিকে রশিদের বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার মালদা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাসেই এই ব্রাউন সুগারের হাত বদল হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তার আগেই এস ও জি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ একটি গাড়ি সমেত এই ত্রিশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার আটক করে।

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকার দাবিতে মালদা থেকে আন্দোলনে সামিল হবেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ

মালদা ঃ ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকার দাবিতে মালদা থেকে লক্ষাধিক মানুষ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আন্দোলনে সামিল হবেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। বুধবার দুপুরে মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বোর্ড গঠনের পর সভাধিপতির দায়িত্ব পেয়ে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তুমুল সমালোচনা করেছেন মালদা জেলা পরিষদের নব নির্বাচিত সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দেখানো পথেই মালদার বিভিন্ন গ্রামীন এলাকায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। জোর দেওয়া হবে নতুন রাস্তা তৈরি এবং সংস্কারের কাজে। পাশাপাশি গত দু'বছর ধরে যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষদের টাকা আটকে রেখেছে, তারজন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলনে সামিল হবেন।

কম রতনলাল ব্রাহ্মণ এর ১২৪ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় দার্জিলিং জেলা সিপিআই (এম) এর পক্ষ থেকে

শিলিগুড়ি ঃ উপস্থিত ছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান কম জিবেশ সরকার, সিপিআই (এম) দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম জয় চক্রবর্তী, জেলা সদস্য স্নিগদা হাজরা, ট্রেড্ডজ্ব সদস্য সাগর শর্মা, সিপিআই (এম) ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক লক্ষণ ঘোষ, চাম্পাসারি পাথরঘাটা এরিয়া কমিটির সম্পাদক সন্তু প্রসাদ এবং অন্যান্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ এর পরিবার পক্ষে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক রেল কর্মীর

শিলিগুড়ি। স্বাধীনতা দিবসের দিন স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক রেল কর্মীর।শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভঙ্কর দাস(৩৭) গতকাল এক বন্ধু এবং এক আত্মীয়ের সঙ্গে রাজগঞ্জের আমবাড়ি ব্যারেজে স্নান করতে গিয়েছিলেন।সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হয় ।দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।তবে এই ঘটনার পেছনে রহস্য রয়েছে বলেই অনুমান পরিবারের সদস্যদের। মৃত শুভঙ্কর দাস শিলিগুড়ির এনজেপি গুড্‌ট্টত্বজ্বত্র স্টেশনে ইয়ার্ড মাস্টারের পদে কর্মরত ছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যান।

মহাসড়কের কাজ দ্রুত শুরু সহ একাধিক দাবিতে অবরোধে শামিল হলো গণসংগ্রাম কমিটি

আলিপুরদুয়ার ঃমহাসড়কের কাজ দ্রুত শুরু সহ একাধিক দাবিতে অবরোধে শামিল হলো গণসংগ্রাম কমিটি।বুধবার ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশনের ধারে মঞ্চ বানিয়ে অবরোধ শুরু হয়।সব রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত এই গণসংগ্রাম কমিটির বক্তব্য, চরতোর্ষা, বুড়িতোর্ষা ও সনজয় নদীর ওপর আপাতত হিউম পাইপের ডাইভারশনের বদলে দ্রুত বিকল্প সেতু তৈরি করতে হবে। কারণ, ভারী বৃষ্টি হলেই এই ডাইভারশনগুলি ভেঙে যায়।ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার যোগাযোগ বন্ধ থাকে। এছাড়া গোটা রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। দ্রুত মহাসড়কের কাজ শুরু করতে হবে। এসব দাবিতেই এদিন অবরোধ শুরু হয়।অবরোধের জেরে ভোগান্তিতে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদেরও। তবে এদিন ভোগান্তি হলেও প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ। প্রায় দু'ঘঃটা ধরে অবরোধ চলে।ডাইভারশনের দু'দিকে বাঁশ বেধে দেওয়ায় বহু যানবাহন আটকে পড়ে। পরে ফালাকাটা থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন আঃেদালনকারীরা।

শিলিগুড়ি হিন্দি গার্লস হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আযোজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি হিন্দি গার্লস হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীরা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আযোজন করে। শিলিগুড়ি হিন্দি গার্লস হাই স্কুল ৫০ বছর পূর্ণ করেছে বুধবার, ১৬ আগস্ট। এ উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীরা শহরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে।

ভাঙনের জেরে বিদ্যুৎহীন নদী তীরবর্তী গ্রাম,বিক্ষোভ

মালদা ঃনদী ভাঙন কবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকাবাসী। বুধবার মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা ইলেকট্রিক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।জানা গিয়েছে,ফুলহর নদী তীরবর্তী ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিরপাড়া,রশিদপুর, ভাকুরিয়া, কাউয়াডোল সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।

দ্রুত বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক করার দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা।দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা। মূলত,প্রায় একমাস আগে ফুলহর নদীতে ব্যাপক ভাঙনের জেরে নদীর ওপারে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটিগুলি জলের তলায় চলে যায়। তারপর থেকে নদীর উপরে থাকা ইসলামপুর অঞ্চলের সাতটি গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

'বাংলার গর্ব' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন মালদার ছেলে অভিষেক সাহা

মালদা ঃ বিভিন্ন গায়কের গান মিমিক্রি করে 'বাংলার গর্ব' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন মালদার ছেলে অভিষেক সাহা। একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেল থেকে তাঁকে কলকাতায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। অভিষেকের বাড়ি মালদা শহরের মহেশমাটিতে। পেশায় তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন অভিনেতা এবং বিশেষ করে গায়কদের অনুকরণ করে থাকেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৯০ জন গায়কের গান মিমিক্রি করে জনপ্রিয় হয়েছেন। তারপরেই ওই চ্যানেল থেকে ডাক আসে তাঁর। পুরস্কার পেয়েছে তিনি খুব খুশি। এরপর বিশ্ব রেকর্ড করার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার ছিল কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। ৩৩ আসন বিশিষ্ট কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল পায় ২২ বিজেপি পায় ১১ টি আসন । এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন তৃণমূলের সাধো লোহার ও সহকারি সভাপতি হন তৃণমূলের নিতু রানা । এদিন পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের পর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা সবুজ আবিরের হোলি খেলেন । উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও জানান শান্তিপূর্ণ ভাবে বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে জাতীয় সড়কের পাশে এক প্রতিবন্ধীর মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর ঃ জাতীয় সড়কের ধার থেকে এক বিশেষ ভাবে অক্ষম ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ইটাহারে। এদিন বিকেলে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার সরাইদিঘী এলাকায় এমনি ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানাযায়, এদিন সরাইদিঘী এলাকায় এক ব্যক্তিকে জাতীয় সড়কের ধারে মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। ঘটনার জেরে ব্যপক চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির পড়ে থাকার খবর চাউর হতেই ঘটনাস্তরে ভিড় জমায় স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী সহ পথ চলতি সাধারণ মানুষরা। খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স চালকদের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত দেহের পাশ থেকে একটি ব্যাগ থেকে আধার কার্ড পাওয়া গেছে। আধার কার্ড অনুযায়ী ওই ব্যক্তির নাম বাদল চন্দ্র রায়। তার বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার কুনোর এলাকায়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্নমেঃট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। তবে ওই ব্যক্তির কি ভাবে মৃত্যু হল তা নিয়ে ধন্দে ইটাহার থানার পুলিশ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন ভবন সংস্কারের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক

কোচবিহার ঃ কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনে এসে আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং কোচবিহারের দুই বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এবং সুকুমার রায়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কে পাশে পেয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অ্যাসোসিয়েশনের ভবন সংস্কারের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককের কাছে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সাহায্য চাইলে ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। একই সঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বিধায়ক তহবিল থেকেও প্রয়োজনের অর্থ বরাদ্দ করার আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে দিন বার অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

ফুটবলপ্রেমী দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়িতে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কার্যালয়ে পালিত হয় ৪৩ তম ফুটবল প্রেমী দিবস।এদিন শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। ফুটবলপ্রেমী দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার প্রচুর মানুষ এই রক্তদান শিবিরে নিজেদের রক্তদান করেন।

সাপের আতঙ্কে দিনভর নাজিহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিবহন ভবনের কর্মীদের

কোচবিহার ঃ সাপের আতঙ্কে দিনভর নাজিহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিবহন ভবনের কর্মীদের। সকালে অফিস খুলতেই প্রায় ১০ ফুট লম্বা একটি সাপ দেখতে পায় দপ্তরের কর্মীরা। আতঙ্কে জড়োসড় হয়ে পরে সকলে। হঠাৎ করে ঘর থেকে উধাও হয়ে যায় সপটি। এই অবস্থায় ঘরের ভেতর চেয়ারের উপর পা তুলে চলছিল অফিসের কাজ। খবর দেওয়া হয়েছিল সাপ উদ্ধারকারী সর্প প্রেমীদের। সর্প প্রেমীরা পরিবহন ভবনে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরেও সপ উদ্ধার না হওয়ায় আতঙ্ক বেড়ে যায়। অবশেষে আজ বিকেলে ফের ঘর থেকে বের হতে দেখা যায় সাপটিকে। অবশেষে সাপ উদ্ধারকারী সর্বপ্রেমীরা সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে বুকে জল আসে পরিবহন ভবনের কর্মীদের। সর্প প্রেমীরা জানয় প্রায় প্রায় ১০ ফুট লম্বা একটি ডলার সাপ অফিসে ঢুকে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অফিসের কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে দুটি পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হল ৫ জন

শিলিগুড়ি ঃ দুটি পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হল ৫ জন।উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক ৫ কোটি টাকা।সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। জানাগেছে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাস এলাকা থেকে ৪ কেজি ৮১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো এস ও জি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় ধৃত তিনজনের নাম দূর্গা সোরেন,প্রদীপ মুন্ডা এবং রশিদ শেখ। ধৃত দূর্গা এবং প্রদীপের বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে। অন্যদিকে রশিদের বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার মালদা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাসেই এই ব্রাউন সুগারের হাত বদল হওয়ার কথা ছিলো।

চোপড়ার নেতা ও জেলা সভাপতি আদিবাসী একল অভিযান সমিতি থেকে বহিস্কৃত

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার পেয়ারেলাল চা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ করে আসছে আদিবাসী একল অভিযান সমিতি। এই চা বাগানের বর্তমান মালিক জাহিদুল আলম। এখন হঠাৎ করেই আদিবাসী একল অভিযান সমিতির জোনাল কমিটির সেক্রেটারি মোহন হাঁসদা চোপড়ার নেতা ও জেলা সভাপতিকে তার সংগঠন থেকে বহিস্কার করেন। এ নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পরে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীর কোন্দল অব্যাহত

কোচবিহার ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পরে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীর কোন্দল অব্যাহত। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ভালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের চর বালাভূত এলাকার ৯২৪৭ নম্বর বুথে। সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে মারধরের পাশাপাশি বাড়ি ভাঙচুর অভিযোগ তৃণমূলক অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয় তিনজন তৃণমূল কর্ম। তাদের মধ্যে একজন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের দিন দলের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে বন্ধ খামে আফটার আলী বেপারীর নাম দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হলে বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যের আপত্তি থাকায় নুরজামাল হক বেপারির নাম প্রস্তাব করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে দুটি নাম প্রস্তাব হয় এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে ভোটা ভোটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ টি আসনের মধ্যে আফতার আলী বেপারী নয়টি ভোট পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হন। অভিযোগ ২৪৭ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা রশিদা বিবি নুরজামাল হক বেপারীকে সমর্থন করায় তার স্বামীকে মিটিং এর নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে আফতার আলী বেপারীর লোকেরা মারধর করে। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেলে তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। তার বাড়ির ঘর এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। রশিদা বিবির স্বামী নূর মোহাম্মদ জানান, তার বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি আরো একজন তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

TATA MOTORS
Connecting Aspirations

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Cummins

वर्ष 2024 से चरणबद्ध तरीके से उत्पादन होगा शुरू

ऐतिहासिक शुरुआत

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने की ओर बढ़ा झारखण्ड

खास बातें :

- **₹ 350 करोड़** से अधिक का निवेश
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश की प्रतिबद्धता के साथ सजग खड़ा झारखण्ड
- स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और कार्बन के कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम
- कमर्शियल वाहन उद्योग के लिए उन्नत तकनीकी उत्पादों के निर्माण के खुले द्वार
- हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रणाली, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रणाली और फ्यूल डिलीवरी प्रणाली जैसे उत्पाद होंगे निर्मित
- युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तथा कौशल विकास का होगा सृजन

कम-से-शून्य उत्सर्जन पावरट्रेन समाधान बनाए जाएंगे

उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड (टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड (टीसीपील) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) **के बीच हुआ एमओयू**

आज का दिन सिर्फ झारखण्ड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का यह ऐतिहासिक कदम झारखण्ड सरकार और टाटा मोटर्स तथा कमिंस ने उठाया है।

- हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনের 'মৃত্যুঘণ্টা' কি আগেই বেজে গিয়েছিল?

জুনের শেষ দিকে ইয়েভজেনি প্রিগোজিন মস্কোতে যখন এক বিদ্রোহী মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন থেকেই রাশিয়ার পর্যবেক্ষকরা তাকে 'আ ডেড ম্যান ওয়াকিং' বা প্রাণহীন একজন মানুষের মত বলে বর্ণনা করছিলেন। অর্থাৎ তারা অনুমান করছিলেন প্রিগোজিনের সময় আর বেশিদিন নেই। সম্প্রতি ভাড়াটে বাহিনীর এই নেতার আয়ু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম বার্নস বলেছিলেন ঃ আমি যদি প্রিগোজিন হতাম তবে আমি আমার খাবার যিনি পরীক্ষা করেন, তাকে বরখাস্ত করতাম না। যদি কখনও প্রমাণিত হয় যে ক্রেমলিন ইচ্ছাকৃতভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিশোধ নিতে ইয়েভজেনি প্রিগোজিনকে বহনকারী বিমানটিকে মধ্যআকাশে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাহলেও এটি রাশিয়ার ইতিহাসে একটি 'বিশেষ সামরিক অভিযান' হিসেবেই উল্লেখিত থাকবে। ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের ভেতরে এবং বাইরে একদা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, এক সময়ের রাঁধুনি এবং হট ডগ বিক্রেতা প্রিগোজিনের বহু সংখ্যক ভক্ত ও অনুসারী রয়েছেন। ঠিক দুই মাস আগে রোস্তভ অন ডনে একদিনের অসমাপ্ত বিদ্রোহের সময় সাধারণ মানুষ তাকে যেভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। তবে মস্কোতে তার অনেক শত্রুও ছিল, বিশেষ করে রুশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদে আসীন নেতারা। যাদের তিনি প্রায়শই এবং প্রকাশ্যেই সমালোচনা করতেন।

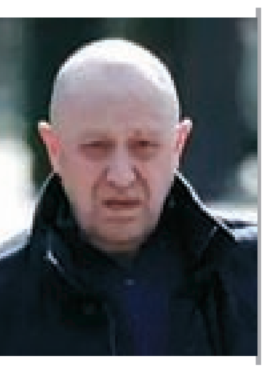

তবে তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সম্ভবত প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ডিঙিয়ে ২৩শে জুন মস্কোতে সেই বিদ্রোহ শুরু করা। যদিও তিনি তখন পুতিনের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা শুরু করে, তখন তার পেছনে মস্কো যে কারণ দেখিয়েছিল তা নিয়ে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করে প্রিগোজিন ক্রেমলিনকে খেপিয়ে তুলেছিলেন। প্রাক্তন রুশ গুপ্তচর আলেকজান্ডার লিটভিনেনকো ২০০৬ সালে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম২১০ বিষে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি রুশদের বলেছিলেন যে তারা প্রতারিত হয়েছে এবং দুর্বল নেতৃত্বের কারণে তাদের ছেলেরা ইউক্রেন যুদ্ধে মারা যাচ্ছে। এটি ছিল প্রচলিত বিশ্বাস এবং পুতিনের ওই দিনের ভিডিও বার্তায় তিক্ততার ছাপ ছিল স্পষ্ট। পুতিন মস্কোতে প্রিগোজিনের অগ্রযাত্রাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এবং 'পিঠে ছুরিকাঘাত' বলে অভিহিত করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক বা যারা তাকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের কখনো ক্ষমা করেন না ভ্লাদিমির পুতিন। প্রাক্তন রুশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা আলেকজান্ডার লিটভিনেনকো দলত্যাগী হওয়ার পর তাকে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম২১০ এর বিষ দেয়া হয়েছিল, যার প্রভাবে ২০০৬ সালে লন্ডনের একটি হাসপাতালে তিনি তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেন। পরে তদন্তে জানা যায় যে এই মারাত্মক পদার্থটি ঘাতকরা রাশিয়া থেকে তাদের সাথে করে নিয়ে এসেছিল এবং এটি শুধুমাত্র রাশিয়ার সরকারি গবেষণাগারে পাওয়া যায়। যদিও মস্কো ওই ঘটনায় তাদের সম্পৃক্ততা কথা অস্বীকার করেছে, কিন্তু যে দুই সন্দেহভাজনকে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদেরকে বিচারের জন্য আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল দেশটি। প্রায় একই পরিণতি হতে পারতো সের্গেই স্ক্রিপালের সাথেও, যিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন রুশ কেজিবি অফিসার এবং পরে তিনি ব্রিটেনে আশ্রয় নেন। ২০১৮ সালে তিনি এবং তার মেয়ে ইউলিয়া অল্পের জন্য মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। জিআরইউ বা রাশিয়ার শীর্ষ গোয়েন্দা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা স্যালসবিউরিতে তার বাড়ির দরজার হাতলে নোভিচক নার্ভ এজেন্ট লাগিয়ে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। একটি ফেলে দেওয়া পারফিউমের বোতলে এই মারাত্মক এজেন্টটি ছিল। পরে উইল্টশায়ারের স্থানীয় বাসিন্দা ডন স্টার্জেস বোতলটি খুঁজে পান, যিনি নিজের কব্জিতে সেটি লাগানোর পরপরই মারা যান। সের্গেই স্ক্রিপাল ২০১৮ সালে নোভিচক নার্ভ এজেন্ট বিষক্রিয়া থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান। রাশিয়ার অভ্যন্তরে সমালোচক এবং ব্যবসায়ীদের এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, যারা আকস্মিক মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের কেউ কেউ 'বাড়ির ওপর তলার জানালা থেকে পড়ে' গিয়ে মারা গিয়েছেন।

ইথিওপিয়া, ইরানসহ নতুন ছয়টি দেশকে কেন ও কিভাবে বেছে নিল ব্রিকস জোট?

রাকিব হাসনাত
প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক জোট ব্রিকস তাদের সদস্যপদের জন্য ৪০টি দেশ আবেদন করলেও সৌদি আরব, ইরান ও ইথিওপিয়াসহ ছয়টি দেশকে নতুন সদস্য হিসেবে বেছে নেয়ার পর প্রশ্ন উঠেছে যে কিসের ভিত্তিতে ও কোন প্রক্রিয়ায় এ দেশগুলোকে বাছাই করা হলো।

সদস্যপদ পাওয়া অন্য দেশগুলো হলো - সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর্জেঃটিনা ও মিশর। বিশ্লেষকদের ধারণা, নতুন সদস্য করার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় কাজ করতে পারে।

প্রথমত বৈশ্বিক রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কিছু সূচককে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নতুন সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিগুলোকেও এই সংস্থায় আনার একটি প্রচেষ্টার প্রকাশ ঘটেছে এবারের সিদ্ধান্তে।

যদিও জানা যাচ্ছে যে ব্রিকসের এই সম্প্রসারণ কীভাবে হবে তা নিয়ে কয়েক ধাপে আলোচনা হয়েছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে। সেখানে এটি আদৌ সম্প্রসারণ করা যাবে কিনা তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে সে আলোচনায় কোনো চাপ ছিলো কিনা কিংবা কোনো দেশের দিক থেকে বেশি আগ্রহ ছিলো কিনা সেটি পরিষ্কার নয়। দুই তিন ধাপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে হয়তো কারও কারও চাপ ছিলো বা আগ্রহ ছিলো যে সম্প্রসারণ করবো। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই যে একমত হয়েই সব করেছে তাও হয়তো হয়নি, বলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তবে আলোচনা করেই কিছু সূচকের ভিত্তিতেই হয়তো তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলেন মি. ভট্টাচার্য।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা - এই দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত জোটই হলো ব্রিকস। প্রথমে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে নিয়ে প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ২০০৯ সালে।

পরে সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এ জোটে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর নাম হয় ব্রিকস। এই জোট ২০১৫ সালে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এর শীর্ষ সম্মেলন হলো এবং সেই সম্মেলন থেকেই নতুন ছয়টি দেশকে সদস্যপদ দেয়ার ঘোষণা এসেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা জানিয়েছেন, নতুন দেশগুলোর সদস্যপদ ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলছে ব্রিকসের সম্প্রসারণ মূলত রাশিয়া ও চীনের জয়। কারণ তারা পশ্চিমা বিরোধী জোট হিসেবে এটিকে শক্তিশালী করতে চায়।

ছয়টি দেশ কীসের ভিত্তিতে?

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে চলতি বছরের জুনে ব্রিকস জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে অগাস্টে শীর্ষ সম্মেলন থেকেই নতুন সদস্যপদ দেয়ার ঘোষণা দেয়া হবে।

ওই সম্মেলন থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরে বিশ্বব্যবস্থার এক নতুন ভারসাম্য

প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বড় অর্থনীতি বা অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশগুলো সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছেন, প্রথমে আলোচনা হয়েছে জোটটি সম্প্রসারণ করা হবে কিনা। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের পর আলোচনায় এসেছে কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। সেখানে ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে অর্থনীতির আকার কিংবা মাথাপিছু আয়ের মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

যদিও এর বাইরেও বৈশ্বিক রাজনীতির বিষয়টিও এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, নতুন সদস্যপদ দেয়ার ক্ষেত্রে ভেনেজুয়েলার মতো মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলোকে সদস্যপদ না দেয়ার পক্ষে ছিল ভারত।

যদিও শেষ পর্যন্ত ইরানকে যে সদস্যপদ দেয়া হলো তাতে অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জোটের সদস্যদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তাতে তারা এটিকে ঠিক মার্কিন বিরোধী জোট হিসেবে প্রতিভাত করতে চাননি। ভারত মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশগুলোকে নিতে চায়নি। কিন্তু ইরানকে সদস্যপদ দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় একটি মাপকাঠি করা হলেও তাতেও সম্ভবত সব দেশ একমত হতে পারেনি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

তবে ব্রিকস নেতারা যেটি দেখাতে চাইছেন তা হলো বিশ্ব বাণিজ্য ও উৎপাদনের বড় অংশই তাদের করায়ত্ত এবং এ কারণেই তুলনামূলক বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশগুলোকে এবার প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মি. ভট্টাচার্য বলছেন, তারা বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জিডিপি - ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে নেয়ার চেষ্টা করছে। বিকল্প অর্থব্যবস্থা করতে হলে এটি গুরুত্বপূর্ণ। আর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে জ্বালানি অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো।

সৌদি আরব কেন?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে ব্রিকসের নতুন ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল আমদানি কারক দেশ চীনের সাথে একই অর্থনৈতিক জোটে যোগ দিলো।

এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক এর সদস্য রাশিয়া ও সৌদি আরব একে অপরের সাথে আরও একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্লকে অংশ নিতে যাচ্ছে।

এই দুটি দেশ প্রায়শই তেল উৎপাদন কার্যক্রম নিয়ে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে, যা নিয়ে অতীতে অনেক সময় সৌদি আরবকে তার আরেক মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিব্রতও হতে হয়েছে।

আরব আমিরাত

অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে বর্ধিষ্ণু বড় অর্থনীতি আর জ্বালানি অর্থনীতি এ দুটি বিষয়ের বিবেচনা থেকেই আরব আমিরাতকে সদস্যপদ দিচ্ছে ব্রিকস।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বিকশিত হচ্ছে এবং দেশটি এখন বিশ্বে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় জায়গাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

ইরান

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানকে সদস্যপদ দেয়া হবে কিনা এ নিয়ে ব্রিকস সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ছিল। বিশেষ করে ভারত চেয়েছিল সরাসরি নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশগুলোকে আপাতত না নেয়া হোক।

কিন্তু ইরানের বিষয়ে চীনের চাপ ছিল এবং আগ্রহ ছিল রাশিয়ারও। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত নমনীয় হতে হয়েছে ভারতকে।

এছাড়া জ্বালানি অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিও ইরানের সদস্যপদ প্রাপ্তির পক্ষেই কাজ করেছে। বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের তেলের এক চতুর্থাংশই এ দেশটিতে সংরক্ষিত আছে।

আর্জেন্টিনা

অনেকদিন ধরেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা ব্রিকসের সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন সেন্টারের ব্লগে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জর্জ হেইনে লিখেছেন যে আমেরিকা ও চীনের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে আর্জেন্টিনার। ব্রিকসের সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে নিজেকে একধাপ এগিয়ে নিল দেশটি।

আর্জেন্টিনা দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। দেশটি নিজে থেকেই ব্রিকসে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল। দেশটি অর্থনৈতিক ও সার্বভৌম ঋণ সংকটের মধ্যে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও তলানিতে।

তবে ব্রিকস সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এর অর্থনীতির আকারকেই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিশর ও ইথিওপিয়া কেন?

এ দুটি দেশকে কোন বিবেচনায় ব্রিকসের সদস্যপদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তার ঠিক সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

যদিও ইথিওপিয়া আফ্রিকার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। মাথাপিছু আয় অনেক কম হলেও দেশটির অর্থনীতির আকার ও সম্ভাবনা বিবেচনা নিয়েই সদস্য পদ দেয়ার সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে মিশর আগেই ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগ দিয়েছিল। দেশটি আঞ্চলিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থনীতিও শক্তিশালী।

তবে ব্রিকসের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশটির অর্থনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিও হয়তো ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাময়িকী

প্রিগোশিনের ভূত পুতিনকে তাড়া করে ফিরবে

ডেভিড ইগনেটিয়াস
কলামিস্ট

ইয়েভগেনি প্রিগোশিন দৃশ্যত মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর ভূত সম্ভবত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ঘুমে জাগরণে তাড়া করে ফিরবে। প্রিগোশিন হলেন সেই লোক, যাঁকে পুতিন বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু চেষ্টা করেও পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ প্রশ্নে প্রিগোশিনের সমালোচনাকে নিভিয়ে দিতে পারেননি।

বুধবার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের তালিকায় প্রিগোশিনের অন্তর্ভুক্তি পুতিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু প্রিগোশিনের মৃত্যুর এই খবর (জল্পনা আছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে) অনেক রাশিয়ানের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দেবে যে রাশিয়া স্তালিনের সময়কার নৃশংস রাজনীতির সঙ্গে মিশ্রিত একটি অস্থিতিশীলতার দিকে ফিরে গেছে।

কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসএর বিশ্লেষক তাতিয়ানা স্তোয়ানোয়া বলেছেন, 'তাঁর (প্রিগোশিন) সঙ্গে যাই ঘটে থাকুক না কেন, রাশিয়ার অভিজাত গোষ্ঠী এই ঘটনাকে প্রতিশোধমূলক কাজ হিসেবেই দেখবে।' তিনি বলেন, ক্রেমলিন চাইছে সবার মধ্যে এই বোধটাই তৈরি হোক যে পুতিন প্রতিশোধ নিয়েছেন।

সিআইএর পরিচালক উইলিয়াম জে বার্নস গত মাসে অ্যাসপেন সিকিউরিটি ফোরামে এনপিআরের মেরি লুইস কেলিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'পুতিন প্রতিহিংসার চূড়ান্ত প্রতিভূ'। সেই দিক থেকে বলা যায়, রাশিয়ার মানুষ ধরে নেবে, এই প্রাইভেট বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পেছনে পুতিনের হাত ছিল।

এই দুর্ঘটনাবিষয়ক তথ্য যখন নিশ্চিত হবে, ততক্ষণে পুতিন তাঁর অবস্থান সংহত করে ফেলবেন এবং তিনি যে ব্যক্তিকে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের' জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন, তিনি ততক্ষণে আলোচনার বাইরে চলে যাবেন।

ইউক্রেনে কিয়েভের বিরুদ্ধে রুশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এখন পুরোমাত্রায় সক্রিয় রয়েছে। দুই মাস আগে যখন প্রিগোশিন তাঁর ভাগনার মিলিশিয়াকে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন পুতিনের অবস্থানকে যতটা নড়বড়ে মনে হচ্ছিল, এখন সেই অবস্থানকে অনেক বেশি দৃঢ় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে পুতিনের রাজনৈতিক আধিপত্যের আভা কলঙ্কিত হয়েছে এবং সম্ভবত সেই ক্ষতিটা অপূরণীয়ভাবেই হয়েছে। রাশিয়ার অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার এবং নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের খ্যাতির কারণে পুতিন অতীতে বহু ঝড় মোকাবিলা করেছেন।

প্রিগোশিনের বিদ্রোহ এই দুটি বিষয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রিগোশিনের সমালোচনার রেশ ধরে পুতিনের নিজস্ব বলয়ের কিছু সদস্যও ইউক্রেনে পুতিনের আবেগতাড়িত আক্রমণ ও তাঁর যুদ্ধকৌশলের সমালোচনা করেছেন। বিশ্লেষকেরা বিশ্বাস করেন, পুতিনের শক্তি ও কৌশল সম্পর্কে প্রিগোশিন রাশিয়ার মানুষের মধ্যে যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তা রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীতেও সংক্রমিত হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার পরপরই প্রিগোশিনের মিলিশিয়া বাহিনীর হাতে গোনা কিছু সদস্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেকটি 'মস্কো অভিমুখে যাত্রা'র আয়োজন করার হুমকি দিয়েছেন।

এটি ঠিক, তাঁদের হাতে সত্যি সত্যি মস্কো অভিযানের বিশ্বাসযোগ্য হুমকি দেওয়ার মতো সেনা নেই। তবে পুতিনের এই প্রয়াত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্ধান রাশিয়ার রাজনৈতিক উদ্বেগকে কমিয়ে না দিয়ে বরং আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

রাশিয়ার ওপর যাঁরা নজর রাখছেন, তাঁরা খেয়াল করেছেন, পুতিনের ঘনিষ্ঠ অভিজাত বলয়ের অনেকেই তাঁর হঠকারী সিদ্ধান্তের বিষয়ে পলায়নপর মনোভাব দেখাতে শুরু করেছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে বেপরোয়া সর্বাত্মক আক্রমণ তার সবচেয়ে বড় চমকপ্রদ উদাহরণ। পুতিন তখন থেকেই নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। শিগগিরই যুদ্ধের সমাপ্তি হচ্ছে না এটি স্পষ্ট হওয়ার পরও তিনি রুশ সেনা সমাবেশ ঘটাতে দেরি করেছিলেন। তিনি খেরসনের চূড়ান্ত পতনের লক্ষণ দেখার পরও অবরুদ্ধ এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবেন কি না, তা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং প্রিগোশিন বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর পুতিন সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পুরো একটি দিন সময় নিয়েছিলেন।

জানা অজানা

ভুল না করেও ভুল স্বীকার করতেন স্বামীজী

সুনীল কুমার দে

বিবেকানন্দের পুরো জীবন টা ছিল একটা প্রেরণা,একটা আদর্শ, একটা শিক্ষার পাঠাগার।ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন।ভুল না করেও তিনি কখনো কখনো নিজের ভুল স্বীকার করতেন,এ জন্যই তিনি দেবতা যিনি মানুষের মনে ও মন্দিরে শ্রদ্ধা,সম্মান ও পুজো পান ।ভারত পরিক্রমা কালে বহু ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে যা থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি ।একবার স্বামীজি কে কোনো এক নর্তকীর কার্যক্রমে নিমন্ত্রণ করা হয়।স্বামীজি পড়লেন বিপদে।না গেলে সম্মান হানি হয় আবার গেলে সন্ন্যাসীর নিয়ম ভঙ্গ হয়।স্বামীজি অনেক ভেবে চিন্তে গেলেন কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না,বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।সময় মতো প্রোগ্রাম শুরু হলো।নর্তকী কবীর দাসের একখানা ভজন শুরু করলো,,,প্রভু মেরে অবগুন চিতো ন ধরো,সমদর্শী নাম তিহারো,,,।স্বামীজি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার গান শুনে চমকে উঠলেন।মনের মধ্যে তাঁর আত্মগ্লানি হলো।তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি তো সন্ন্যাসী, আমার আবার ভেদাভেদ কিসের।কে ভালো কে মন্দ আমি বিচার করার কে।ধিক আমার সন্ন্যাস ধর্মে আমি এখনো সমদর্শী হতে পারি নি।আমাকে ঐ মহিলার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।নর্তকীর গান শেষ হলে স্বামীজি হল ঘরে প্রবেশ করলেন ও সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, মা, আমায়,ক্ষমা করে দিও।নর্তকী বলে আমি তোমাকে ঘৃনা করেছিলাম।আজ আমি তোমার কাছে সমদর্শী তার শিক্ষা পেলাম।স্বামীজীর কথা শুনে নর্তকী অবাক হয়ে গেল।অপরাধ না করেও যে মানুষ ক্ষমা চায় সেতো মানুষ নয় স্বয়ং দেবতা।নর্তকী স্বামীজীকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিলেন ।ঘটনা টি খুবই সামান্য কিন্তু এর মধ্যে কত গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে।স্বামীজীর মনে ভেদাভেদ এর পাপ জেগেছিল তারজন্য তিনি অনুতাপ করলেন ও নর্তকীর কাছে ক্ষমা চাইলেন আর আমরা সমাজে কত বড় বড় পাপ কাজ করছি,অন্যায় করছি,ভুল করছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো অনুতাপ ও অনুশোচনা নেই।আমরা খারাপ কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে লজ্জা বোধ করি।স্বামীজি এজন্যই মহাপুরুষ ও নর দেবতা।এজন্যই আমরা তাঁকে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজো করি।শোনা যায় পরবর্তী কালে সেই নর্তকি তার পুরানো পেশা ছেড়ে দিয়ে স্বামীজীর ভক্ত হয়ে ধার্মিক জীবন যাপন করেছিলো।

মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা, ইতিহাসিক ধার্মিক পুস্তক তৈরি,উন্মেচিত হবে আগামী ১৪ ই অক্টোবর হরিনাতে

ঝাড়খন্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে তিন মাসের মধ্যে , মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা ইতিহাসিক ধার্মিক পুস্তক রচনা করে এক নজির সৃষ্টি করলেন।এর আগে তিনি বিগত ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০২২ এ,, কাপড় গাদী ঘাটের রুক্মিনি মা ও ৩০ শে মার্চ ২০২৩ এ ,,যুগ পুরুষ বিনয় দাস বাবাজী গভেষণা মূলক ধার্মিক বই লিখে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।হরিনা বাবার এই বই টি তাঁর ৩৪ তম বই।তিনি এই পুস্তকে শিব বাবার মহিমা,হরিনা মুক্তেশ্বর ধামের ইতিহাস,বাবার পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছে,ধারাবাহিক ভাবে পূজারীদের বিবরণ,মুক্তেশ্বর ধামে কি কি মন্দির আছে,মুক্তেশ্বর ধামে কি কি উৎসব ও পূজা পার্বন হয়,যাতায়াতের বিবরণ প্রভৃতি আকর্ষণীয় ছবি দিয়ে সরল ভাষায় সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যা পাঠকদের ও ভক্তদের খুব ভালো লাগবে।পর্যটকদের জন্য বইটি গাইডের কাজ করবে।পুস্তকে অনেক জ্ঞানী ও সাহিত্যিক গন নিজেদের মহত্ব পূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন ফলে বইটির মান বেড়ে গেছে।এই বইটি আগামী ১৪ ই অক্টোবর ২০২৩ এ হরিনাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উন্মেচিত হবে।উন্মোচন সমারোহের আয়োজন করেছেন হরিনার মুক্তেশ্বর ধাম আশ্রম সমিতি।ঐ দিন সকাল ৯.৩০ টায় মাতাজী আশ্রম দ্বারা ভক্তিগীতি,পুস্তক বিমোচন ও বহুভাষী কবি সম্মেলন হবে।সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমী ও ভক্তদের মুক্তেশ্বর ধাম আশ্রম কমিটির থেকে এগ্রিম আমন্ত্রণ রইলো।

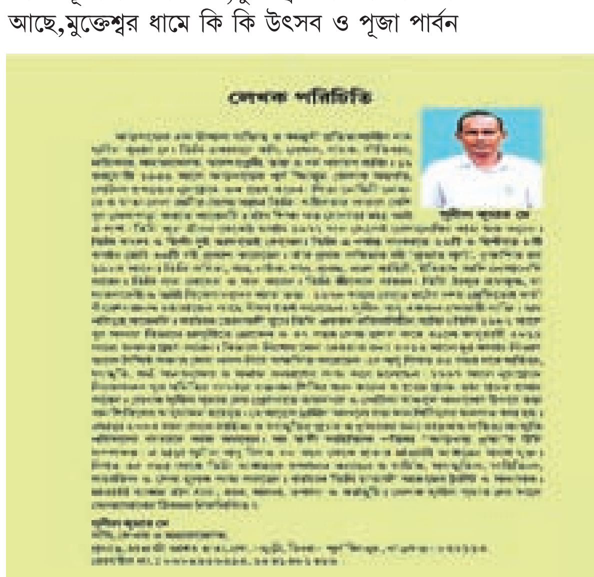

পাঠকের চিঠি

কি করে বাংলা বাঁচবে খুবই চিন্তার বিষয়

আজ সকালে মামাজীর সাথে একজন বাঙালির বাড়িতে গেছিলাম একজন কে দেখার জন্য। ভদ্র লোকের একজন ছেলে ও একজন মেয়ে।ভদ্রলোকের মেয়ে আমাদের সাথে বাংলায় কথা বললো কিন্তু তার ভাইয়ের সাথে যখন কথা বললো তখন হিন্দি তে কথা বললো।অর্থাৎ বাড়িতে তারা বাঙালি হয়েও বাংলায় কথা বলে না।ব্যাপার টা আমাদের খারাপ লাগলো।আমরা প্রতিবাদ করলাম বাঙালী হয়ে বাড়িতে বাংলায় কথা বলবে না কেন।এই হচ্ছে বাঙালী মানসিকতা।বাঙালিকে বাংলা বলার জন্য ও বাংলা শেখার জন্য অনুনয় বিনয় করতে হচ্ছে,হাত জোড় করতে হচ্ছে।একজন হিন্দি ভাষী আর একজন হিন্দি ভাষির সাথে দেখা হলে হিন্দিতে কথা বলে,একজন আদিবাসী আর একজন আদিবাসীর সাথে দেখা হলে তারা তাদের ভাষায় কথা বলে,একজন উড়িয়া ভাষী আর একজন উড়িয়া ভাষির সাথে দেখা হলে উড়িয়াতে কথা বলে।এমনি ভাবে সবাই নিজের নিজের ভাষায় কথা বলে কিন্তু আমাদের বাঙালিরা বাঙালিদের সাথে দেখা হলে হিন্দি অথবা ইংরেজিতে কথা বলে ও নিজেদের কে আধুনিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি বলে জাহির করে ও মাথা উঁচু করে।এমনি করলে কিভাবে বাংলা বাঁচবে আপনারা সবাই একটু ভাবুন।নিজেদের মাতৃভাষা কে নিয়ে গর্ব করুন।নুতন প্রজন্ম কে বাংলা শিখান, তাদের সাথে বাংলায় কথা বলুন নইলে আর নিজেদের অস্তিত্ব থাকবে না।বাঙালির পরিচিতি থাকবে না।এমন একদিন আসবে আমাদের আর গর্ব করার কিছুই থাকবে না।

সুনীল কুমার দে । পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিনিপ্রোতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় ৭জন আহত

কিয়েভঃ ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর নিপ্রোতে বৃহস্পতিবার ভোরে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন।

আঞ্চলিক গভর্নর সেরহি লিসাক টেলিগ্রামে জানিয়েছেন যে আহতদের মধ্যে ছয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লিসাক বলেন, ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে তবে অন্যান্য হামলায় একটি পরিবহন স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে এবং একটি ব্যাংক,একটি হোটেল এবং দুটি আবাসিক ভবনসহ আরও এক ডজন ভবন ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে,তাদের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী রাশিয়ার আকাশ সীমায় ওড়া ইউক্রেনের তিনটিড্রোন ভূপাতিত করেছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রক ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে দুটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে জানিয়েছে।তৃতীয় ড্রোনটি মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কালুগা অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়।

গত সপ্তাহে ইউক্রেন রাশিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে প্রতিদিন ড্রোন হামলা চালিয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে যেতারা গুলি করে বা ইলেকট্রনিক জ্যামিংয়ের মাধ্যমে ড্রোনগুলোকে ভূপাতিত করেছে।কিছু ক্ষেত্রে,ধ্বংসাবশেষগুলি ভূমিতে এবং মস্কোর একটি ভবনে পড়ে ভবনটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের বেশিরভাগ সময় ইরানের তৈরি ড্রোন ব্যবহার করেছে এবং ইউক্রেনের শহরগুলিতে বিমান হামলায় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে।

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসের পরেই ক্রাইমিয়ায় ড্রোন হামলা

ইউক্রেন ঃ ৩২তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পর ইউক্রেন রাশিয়া অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের উপর কমপক্ষে ৪৫টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে মস্কো দাবি করছে।

মার্কিন প্রশাসন অ্যামেরিকায় ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেবে। শুধু মস্কো নয়, অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের উপরেও ড্রোন হামলারমুখে পড়ছে রাশিয়া। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানিয়েছে, এয়ার ডিফেন্স বাহিনী ইউক্রেন থেকে পাঠানো ৪৫টি ড্রোনের হামলা বানচাল করা দিয়েছে। এর মধ্যে নয়টি সরাসরি ধ্বংস করা হয়েছে। বাকি ৩৩টি ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপের কারণে লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত না পৌঁছতে পেরে ভেঙে পড়েছে। ২০১৪ সালে অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সেভাস্তোপোল শহরের গভর্নর মিখাইল রাজভোজহাইয়েভ টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়েছেন, যে শহরের উপকণ্ঠে বেশ কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। রাশিয়া আরো জানিয়েছে, মস্কোর কাছে কালুগা অঞ্চলেও একটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। সব হামলার জন্য ইউক্রেনকেই দায়ী করছে মস্কো। ইউক্রেন অবশ্য রাশিয়ার ভূখণ্ড বা অধিকৃত এলাকায় হামলা সম্পর্কে প্রকাশ্যে সরাসরি কোনো মন্তব্য করে না। তবে একসঙ্গে এত ড্রোন হামলা এর আগে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার যুদ্ধের মাঝে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন করতে গিয়ে ইউক্রেন জানিয়েছে, এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে সৈন্যরা ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের উপর ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করেছে। রাশিয়ার দুটি সংবাদ সূত্র দাবি করেছে, ১৫ থেকে ২০ জন ইউক্রেনীয় ব্যক্তি রবারের নৌকো করে কেপ তারখানকুটের এক ক্যাম্প সাইটের কাছে পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু তাদের হত্যা করা হয়েছে। ইউক্রেন অবশ্য প্রাণহানি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে নি। গত বছর রাশিয়ার হামলা শুরু হবার পর ইউক্রেনের নেতৃত্ব বার বার অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ আবার রাশিয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে। ৩২তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসিডেংট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দেশে ঐক্যের ডাক দেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি সৈন্য, সামরিক সরঞ্জামের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান, সাংবাদিক, মাইন দূর করার কর্মী, শিক্ষক, ডাক্তার ও অ্যাথলেটদের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলেনস্কি বলেন, যারাই কাজ করছেন এবং অন্যদের কাজ দিচ্ছেন, তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর দিয়ে সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যৎ জয়ের জন্যও মানুষ অবদান রাখছেন। ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে মার্কিন প্রশাসনও এফ১৬ যুদ্ধবিমান চালাতে সে দেশে ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণের ঘোষণা করেছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশকে এমন বিমান ইউক্রেনের হাতে

তুলে দেবার ছাড়পত্র এবং পাইলটদের প্রশিক্ষণে সম্মতির পর এবার ওয়াশিংটনও সরাসরি প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নিলো। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরিজি ভাষার কোর্স ও অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেবে মার্কিন প্রশাসন। সেইসঙ্গে রক্ষাণাবেক্ষণ কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলি ক্ষমতার সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। তাই অ্যামেরিকা 'প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ' হিসেবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এ দিন মার্কিন প্রশাসন আরো রুশ কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ঃ আশায় আশায় ছয় বছর

ঢাকা ঃ ছয় বছরে একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে ফেরেনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সে চেষ্টাতেও পড়েছে ভাটার টান।

কক্সবাজারের উখিয়া আর টেকনাফ উপজেলায় এখন ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গার বাস। দুই উপজেলায় মোট স্থানীয় পাঁচ লাখের মতো। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সেখানে এখন সংখ্যালঘু। তাদের কাজের সুযোগ কমেছে। বন উজাড় হচ্ছে। পরিবেশ-প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অবনতি ঘটছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। তাই ২০১৭ সালে স্থানীয় যারা মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তারাও এখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসার ছয় বছর পূর্তিতে স্থানীয়রা তাই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য র‍্যালি করেছেন প্ল্যাকার্ড নিয়ে।

মিয়ানমারে সামারিক নির্যাতনের মুখে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গারা রাখাইন থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেন। তখন তাদের সংখ্যা সাত লাখের মতো হলেও এখন সংখ্যাটা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

ইউএনএইচসিআরের হিসেবে এখন কক্সবাজারের ২৭টি ক্যাম্প এবং ভাসানচরে মোট নিবন্ধিত রোহিঙ্গা আছেন ৯ লাখ ৫০ হাজার ৯৭২ জন। আরো এক লাখ রোহিঙ্গা শিশু এখন নিবন্ধনের অপেক্ষায়। এর বাইরেও আগে আসা নিবন্ধিত রোহিঙ্গা আছেন প্রায় ৪০ হাজার।

বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের কাছে এ পর্যন্ত আট লাখ ২৯ হাজার ৩৬ জন রোহিঙ্গার তালিকা পাঠানো হয়েছে। মিয়ানমার এর মধ্যে মাত্র ৩৭ হাজার ৭০০ জনকে মিয়ানমারের বলে নিশ্চিত করেছে। বাকিদের বিষয় ঝুলে আছে। এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি মিয়ানমার। দুইবার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরুর উদ্যোগ নেয়া হলেও তা কাজে আসেনি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, এখানে সব পক্ষের দায় আছে। রোহিঙ্গারাও ফেরত যেতে চায়না। আবার কিছু এনজিও আছে যারা রেহিঙ্গাদের ফেরত যেতে নিরুৎসাহিত করছে।

মিয়ানমারে বাংলাদেশের সাবেক সামরিক অ্যাটাশে এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক বলেন, মিয়ানমার আসলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে ফেরত নিতে চায় না। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোনো কোনো দেশ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশিদের সঙ্গে একীভূত করার কথা বলছে। এই দুইটি বিষয়ই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পথে এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘিরে এখন অন্তত ১১টি সন্ত্রাসী গ্রুপ সক্রিয়। কক্সবাজার জেলা পুলিশের তথ্য বলছে, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট পর্যন্ত সেখানে ১১ ধরনের অপরাধে তিন হাজার ২০টি মামলা হয়েছে। দেড় শতাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ক্যাম্পকেন্দ্রিক অস্ত্র, মাদক, ধর্ষণ, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, ডাকাতি, মানব পাচারসহ অন্যান্য অপরাধে ওইসব মামলা হয়েছে।

কক্সবাজার বনবিভাগের তথ্য বলছে, মিয়ানমার থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গা উখিয়া-টেকনাফের ৮ হাজার একর বনভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে যা বন ও পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। হাতির অভয়ারণ্য ও চলাচলের পথ নষ্ট হচ্ছে। পাহাড় কাটা হচ্ছে। গাছ কাটা হচ্ছে।

কক্সবাজার সিভিল সোসাইটি এবং জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, এখন মনে হচ্ছে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ছয় হজার একর সংরক্ষিত বন উজাড় হয়ে গেছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।স্থানীয়দের কাজের সুযোগ কমছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। তার কথা, রোহিঙ্গাদের তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনো চোখে পড়ছে না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দিন দিন ক্ষোভ বাড়ছে। তারা নিজ এলাকায়ই এখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন।রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এখন সার্বিকভাবে দেখাশোনা করে ইউএনএইচসিআর। তাদের সঙ্গে আছে বিদেশি এবং দেশি এনজিও। ২০২৩ সালে রোহিঙ্গাদের জন্য ২৭৫ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু এখন পর্যন্ত চাহিদার মাত্র ২৯ ভাগপাওয়া গেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সহায়তা কমছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, গত মাস থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে প্রতিশ্রুতির চেয়ে যথাক্রমে ৬০, ৭৩ ও ৬৩ ভাগ সহায়তা পাওয়া গেছে।

ডা. এনামুর রহমান জানান, রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কোনো অর্থ বরাদ্দ দিতে হয় না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে সহায়তা করে তা ইউএনএইচসিআর এবং আইওএম-এর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। এর টোটাল ম্যানেজমেন্ট তাদের হাতে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার শুধু আইন-শৃঙ্খলা ও ক্যাম্পের বাইরে অবকাঠামো খাতে খরচ করে। ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পুরোটাই বাংলাদেশের টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। তবে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাজেটে রোহিঙ্গাদের জন্য সরকারকে বড় একটি অংক বরাদ্দ রাখতে হতো।

রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ার যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, তাতে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে বলে মনে করেন শহীদুল হক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গাদের জন্য আর খরচ করা সম্ভব নয়। এমনিতেই বাংলাদেশ নানা সংকটে আছে।

তার কথা, রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশকে ক্ষতির মুখে ফেলছে। বাংলাদেশ যে পদ্ধতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করতে চাইছে, তা সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ, পুরো বিষয়টি মিয়ানমারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। মিয়ানমার যাদের নাগরিক বলবে, তারাই নাগরিক এটা হয় না। বাংলাদেশের উচিত এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো চাপ দেয়া। কারণ, রোহঙ্গীাদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো ছাড়া এর আর কোনো সমাধান নেই।

দুর্যোগ ব্যবন্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে যচ্ছি, তারা সহায়তা করছেন। কিন্তু আমরা চাই তারা রোহিঙ্গাদের সহায়তা এবং তাদের প্রত্যাবাসনে সমানভাবে কাজ করুক।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমরা এখন সংকটে আছি। আমাদের বন উজাড় হচ্ছে, পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। ওই এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। আর আমাদের নিজেদেরই এত জনসংখ্যার মধ্যে এই বাড়তি লোকের চাপ আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর কালো পতাকা মিছিল

ঢাকা ঃ বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো সরকার পতনের এক দফা দাবিতে শুক্রবার (২৫ আগস্ট) ঢাকায় কালো পতাকা মিছিল করেছে। একই সময়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তি সমাবেশ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিএনপির পতাকা মিছিলে অংশ নিতে নয়াপল্টনে জড়ো হয় দলের নেতাকর্মীরা। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির নেতা কর্মীরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন মিছিল বের করে। মিছিল শুরুর আগে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পিকআপ ভ্যানের উপর নির্মিত অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে দলটি। ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে মির্জা আব্বাস সহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা এতে বক্তব্য দেন। মিছিলটি নয়াপল্টন থেকে বের হয়ে ঢাকার দয়াগঞ্জে গিয়ে শেষ হয়। তবে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর থাকায় বিএনপির এই কর্মসূচিতে অনুপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

অপর মিছিলটি বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে শ্যামলীর রিং রোডের ক্লাব মাঠের সামনে থেকে শুরু হয়ে বছিলায় শেষ হয়। এর আগে জুলাই ও আগস্টের বিভিন্ন সময় ঢাকায় মহাসমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিএনপি। পাশাপাশি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তি সমাবেশ করে।ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ কর্তৃক বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্য, অপরাজনীতি ও অব্যাহত দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আয়োজিত এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

জর্জিয়ায় গ্রেপ্তার ট্রাম্প, পরে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি

আটলান্টা ঃ ২০২০ সালে নির্বাচনে বেনিয়মের অভিযোগে আটলান্টায় গ্রেপ্তার হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তাকে বন্ডের বিনিময়ে ছাড়া হয়।

আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি জেলে মার্কিন সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে আত্মসমর্পন করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। অভিযোগ, তিনি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বেনিয়ম এবং কারচুপি করার চেষ্টা করেছিলেন। জেলে পৌঁছানোর পর গ্রেপ্তারের সমস্ত নিয়ম পালন করা হয়। ট্রাম্পের মাগ শট অর্থাৎ, মুখের ছবি তোলা হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেই এই ছবি নেওয়া হয়। তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। রেকর্ডে লেখা হয়েছে, ৭৭ বছরের সাবেক প্রেসিডেন্টের উচ্চতা ছয় দশমিক তিন ইঞ্চি। ওজন ২১৫ পাউন্ড অর্থাৎ, ৯৭ কেজি। তার চুলের রংয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখা হয়েছে জেলের রেকর্ডে।

সব মিলিয়ে ২০ মিনিট আটলান্টা জেলে ছিলেন ট্রাম্প। দুই লাখ ডলারের বন্ডে সই করে পরে জামিন নেন তিনি। এর আগেও তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু এই প্রথম জেলে গিয়ে আত্মসমর্পন করলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগই ফৌজদারি অপরাধের। ফলে গ্রেপ্তারের সময় একজন সাধারণ অপরাধীর মতোই দেখা হয়েছে তাকে।

সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর নিজের প্রাইভেট জেটে ফের নিউ জার্সির দিকে রওনা হন ট্রাম্প। তার আগে রিপোর্টারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। তার বক্তব্য, ''কোনো ব্যক্তির একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ মনে হতেই পারে। এটি কোনো ক্রিমিনাল অপরাধ নয়।'' এরপর নিজের সমাজ মাধ্যমের পেজে তিনি জেলে তোলা তার মাগ শটের ছবি প্রকাশ করেন। জানিয়ে দেন, ''কোনো অপরাধ ছাড়াই আমায় গ্রেপ্তার করা হলো।'' সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারের পেজে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

বস্তুত, এদিন আটলান্টা জেলের বাইরেও বেশ কিছু ট্রাম্প সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ, মাগ শট তোলা বাধ্যতামূলক নয়। ট্রাম্পের মাগ শট তোলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্টকে অপমান করার জন্যই একাজ করা হয়েছে।

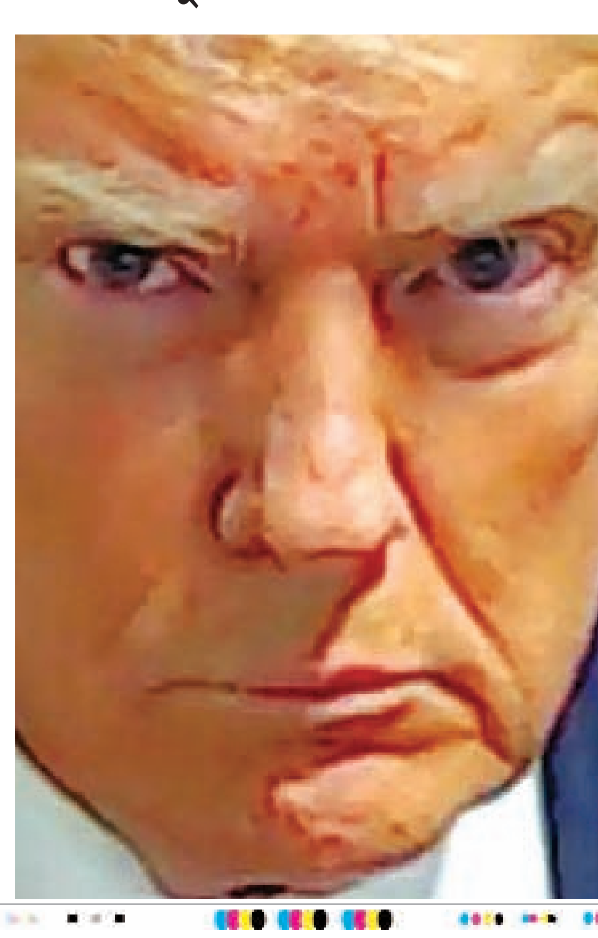

আবারও কি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠবে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাঁচ দিন পরই এশিয়া কাপ। এরপর ওয়ানডে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে আইসিসি র‍্যাঙ্কিং নিয়ে সুখবর পেতে পারে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও সর্বশেষ ওয়ানডেতে জয় পেলেই আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠবে পাকিস্তান। যা হবে পাকিস্তানের ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো। এর আগে চলতি বছরের মে মাসে প্রথমবারের মতো শীর্ষে উঠেছিল পাকিস্তান।

এশিয়া কাপের জন্য ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিতে শ্রীলঙ্কায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। এই সিরিজে মাঠে নামার আগে ১১৬ রেটিং নিয়ে পাকিস্তান ছিল আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের দুই নম্বরে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ১৪২ রানে হারায় পাকিস্তান। এরপর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে গতকাল রুদ্ধশ্বাস এক ম্যাচে পাকিস্তান আফগানিস্তানকে হারিয়েছে ১ উইকেটে। তাতে সিরিজ জয়ের পাশাপাশি ২ রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে পাকিস্তানের। অস্ট্রেলিয়ার সমান ১১৮ পয়েন্টই এখন বাবর আজমের দলের। আগামী শনিবার হাম্বানটোটায় শেষ ম্যাচে জয় পেলেই অস্ট্রেলিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে তারা।

প্রথমবার শীর্ষে উঠে পাকিস্তান ৪৮ ঘণ্টার বেশি শীর্ষে থাকতে পারেনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মে মাসে টানা ৪ ম্যাচ জিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল বাবরের দল। তবে সিরিজের শেষ ম্যাচ হারার কারণে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারেনি পাকিস্তান।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান ওয়ানডে খেলেছে ১০টি, যেখান তাদের জয় ৭টিতে। চলতি বছরে পাকিস্তান যে তিন ম্যাচে হেরেছে, তার সবগুলোই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

ব্যাট হাতে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরাও আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান। পাকিস্তান ওপেনার ফখর জামান (৫), ইমাম উল হকও (৩) আছেন শীর্ষ পাঁচে। ব্যাটসম্যানদের ছন্দের সঙ্গে আইসিসির ১ নম্বর ওয়ানডে দল হওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়ে এশিয়া কাপ খেলবে পাকিস্তান।

এশিয়া কাপে পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে, মুলতানে। ৬ দলের এই টুর্নামেঃট এবার হচ্ছে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তানের পাশাপাশি খেলা হবে শ্রীলঙ্কাতেও।

তাইপেকে উড়িয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের দারুণ জয়

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপ বাছাই এশিয়া হকি ফাইভ এ সাইড টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ নারী হকি দল। ওমানের সালালাহ শহরে আজ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে বাংলাদেশ দল ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪-৭ গোলে হেরেছিল। কিন্তু রাতে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তুলে নিয়েছেন দারুণ এক জয়। চাইনিজ তাইপেকে উড়িয়ে দিয়েছেন ১০-৫ গোলে। আনুষ্ঠানিক স্কোরকার্ড দেখাচ্ছে, বাংলাদেশের ১০ গোলের ছয়টি অর্পিতা পালের। বাকি চারটি আইরিন আক্তারের। তবে ওমান থেকে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাঈদ জানিয়েছেন, অর্পিতা পাল ও আইরিন করেন সমান ৫টি করে গোল। আইরিন আক্তার হয়েছেন ম্যাচসেরা। প্রথম ম্যাচে অর্পিতা পাল পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। সে ম্যাচে বাংলাদেশের ৪ গোলের ৩টিই বিকেএসপির এই শিক্ষার্থীর। অন্য গোলটি আইরিনের। মেয়েদের এই ফাইভ এ সাইড হকি ১৫ মিনিট করে ৩০ মিনিটের খেলা। এ খেলায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই বাংলাদেশের নারী খেলোয়াড়দের। তাই ফলাফলের চেয়ে অংশগ্রহণই বড় তাঁদের কাছে। তারপরও বাংলাদেশ এ টুর্নামেন্টে পাঁচ গ্রুপ ম্যাচের অন্তত তিনটি জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ওমান গেছে। চার বছর পর আজই তাঁরা আবার আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ খেলেছেন।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইরান ও ওমান, পরশু হংকং। মেয়েদের বিভাগে খেলছে মোট ১০টি দল। এলিট গ্রুপে ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। চ্যালেঞ্জার গ্রুপে বাংলাদেশসহ বাকি ছয় দল। টুর্নামেন্ট থেকে তিনটি দল উঠবে বিশ্বকাপে।

ভারত এশিয়া কাপ জিতবে, তবে বিশ্বকাপে...

কলকাতা ঃ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের দুটি বড় টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ। ভারত দুই আসরেরই ফেবারিট। এশিয়া কাপ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় হলেও বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতই। ২০১১ সালের পর বিশ্বকাপ না জেতা ভারত তাই এবার মরিয়া ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ নিতে। কিন্তু ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য মদন লালের এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তিনি মনে করেন ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তারা বিশ্বকাপ জিততে পারবে না। মদন লালের এই সন্দেহের কারণ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস সমস্যা নিয়ে। হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি বলেছেন, 'আমার একমাত্র চিন্তা ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে। তারা অভিজ্ঞ এবং অনেক ম্যাচ খেলেছে। তারা যদি দুএকটা ম্যাচ খেলতে পারে, তাহলে সেটি তাদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। এর ফলে তাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি হবে যে তারা ম্যাচ খেলার জন্য যথেষ্ট ফিট এবং খেলার মধ্যেই আছে।'

কয়েক মাস ধরেই চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা, ব্যাটসম্যান শ্রেয়ান আইয়ার ও লোকেশ রাহুল। এ তিনজনই এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। বুমরা যদিও আয়ারল্যান্ডে টি টোয়েঃটি সিরিজে দলে ফিরেছেন। আইয়ার ও রাহুল ফিরবেন এশিয়া কাপে। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার জাতীয় নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি মনে করেন, ভারতের এশিয়া কাপ জেতার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জটা এশিয়া কাপের চেয়ে কঠিনই, 'আমি নিশ্চিত ভারত এশিয়া কাপ জিতবে। কিন্তু বিশ্বকাপে শিরোপা জেতার মতোই আরও ছয়টি দল আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে এবার বিশ্বকাপ। এটা একটা সুবিধা। আবার একই সঙ্গে এটা অসুবিধারও। ঘরের মাঠে খেলাটা চাপের ব্যাপারও হয়ে উঠতে পারে।'

'মাঠে শুধু হাঁটতে থাকা মেসির বিশ্রামের প্রয়োজন নেই', বললেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফুটবলার

নিউইয়র্ক ঃ ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেকের পর থেকেই দূরন্ত গতিতে ছুটছেন লিওনেল মেসি। মায়ামিকে টানা ৮ ম্যাচে জয়ের সঙ্গে প্রথম শিরোপাও এনে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এই ৮ ম্যাচে মেসি সব মিলিয়ে ১০ গোলের পাশাপাশি করেছেন ৩টি অ্যাসিস্টও। এখন মেসি আছেন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) অভিষেকের অপেক্ষায়। তবে টানা একের পর এক ম্যাচ খেলতে থাকা মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া যায় কি না, তা নিয়েও চলছে আলোচনা।

মেসিকে বিশ্রাম দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও। শারীরিকভাবে ক্লান্ত হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন এই আর্জেন্টাইন কোচ। তবে মেসির বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন দেখেন না যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক তারকা ফুটবলার অ্যালেক্সি লালাস। বলেছেন, মেসি যতক্ষণ মাঠে থাকেন, ততক্ষণই তিনি হাঁটেন। যে কারণে মেসির বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন তিনি।

মেসি আসার পর পুরোপুরি বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। মেসিকে ঘিরে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে দেশটির ফুটবল। টিকিটের উচ্চ মূল্যও মেসির খেলা দেখা থেকে দর্শকদের আটকে রাখতে পারছে না। তবে পরের ম্যাচে মেসির খেলা না খেলা নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। খেললেও অনেকে মনে করছেন, মেসি হয়তো এই ম্যাচে একাদশে থাকবেন না। যদিও মেসিকে মাঠের বাইরে রাখার কোনো প্রয়োজনই দেখছেন না লালাস।

টুইটারে এক ভক্ত মেসির ওপর থেকে চাপ কমানো নিয়ে প্রশ্ন তুললে লালাস উত্তর দিয়েছেন, 'কাজের চাপ মোকাবিলার জন্য? মেসি কিন্তু ম্যাচের বেশির ভাগ সময় হাঁটে।' পরে আরেকজনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এতটা নিরাপত্তহীনতায় ভুগবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ থাকে, মেসি ততক্ষণ পর্যন্ত হাঁটে।'

এর আগে মেসির ওপর চাপ কমানো নিয়ে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, 'লিও এবং অন্য অনেক খেলোয়াড় শারীরিকভাবে নিজেদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। পরের তিন ম্যাচ বিষয়টাকে কীভাবে মোকাবিলা করব, তা আমরা মূল্যায়ন করব। এখানে আপনার ৪০-৫০ দিন ধরে আমরা যে অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছি, সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।'

লিগস কাপের ফাইনালের পর মার্তিনো অবশ্য মেসি 'না' না বলা পর্যন্ত খেলিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে কিছু বলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাঠে থাকবে।' তবে কোনো একপর্যায়ে যে মেসির বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, সেটিও উল্লেখ করতে ভোলেননি মার্তিনো, 'কোনো একপর্যায়ে হয়তো তার বিশ্রাম প্রয়োজন হবে। কারণ, প্রতি তিনচার দিন পরপর খেলা বেশ কঠিন।' এখন এমএলএসের তলানিতে থাকা দলটি শেষ পর্যন্ত মেসিকে বিশ্রাম দেয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে রাজী হলো চীন এবং ভারত

জোহানেসবার্গ (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারত এবং চীন তাদের সীমান্ত বরাবর উত্তেজনা প্রশমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় কর্মকর্তারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মধ্যে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলো হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। পশ্চিমা দেশগুলোর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এই জোট বিশ্বে নতুন শক্তির ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করছে বলে মনে করা হয়।

বুধবার দুই নেতার মধ্যে এই সম্মেলনের সাইডলাইনে বৈঠকটি হয়েছে। বেইজিং বলছে, মি. মোদীর অনুরোধে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

গত তিন বছর ধরে ভারত এবং চীনের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল।

ভারত এবং চীনের মধ্যে ৩ হাজার ৪৪০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। হিমালয় অঞ্চলের এই সীমান্ত রেখা লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) নামে পরিচিত।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব ভিনয় কোয়াত্রা বলেন, দুই পক্ষই লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল বরাবর উত্তেজনা কমাতে প্রচেষ্টা চালাবে এবং সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে বলে রাজী হয়েছে।

মি. কোয়াত্রা বলেন, প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারত এবং চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে লাইন অব কন্ট্রোল অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এটি মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারত এবং চীনের মধ্যে ৩ হাজার ৪৪০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, দুই নেতার মধ্যে বর্তমান চীন-ভারত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গভীর এবং অকপট মতবিনিময় হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট শি চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, এটি দুই দেশের এবং তাদের জনগণেরই অভিন্ন স্বার্থ, এবং সেই সাথে গোটা বিশ্ব এবং এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্যও সহায়ক।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দুই পক্ষেরই উচিৎ তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক স্বার্থ মনে রাখা এবং সীমান্তের বিষয়গুলোকে ঠিকমত মোকাবেলা করা। যাতে করে সীমান্ত এলাকায় যৌথভাবে শান্তি এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখা যায়।

ভারতীয় সংবাদপত্র দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক খবরে বলা হচ্ছে, দুই নেতা যখন মিলিত হন, তখন সেখানে কোন দোভাষী ছিল না, নোট নেয়ার জন্য কোন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিল না।

প্রেসিডেন্ট শি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে এর আগে সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল ২০২২ সালের জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে।

আগামী ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে যে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন হবে, প্রেসিডেন্ট শি সেখানে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রিগোজিন প্রতিভাবান ছিলেন, কিন্তু জীবনে বড় ভুল করেছেন - পুতিন

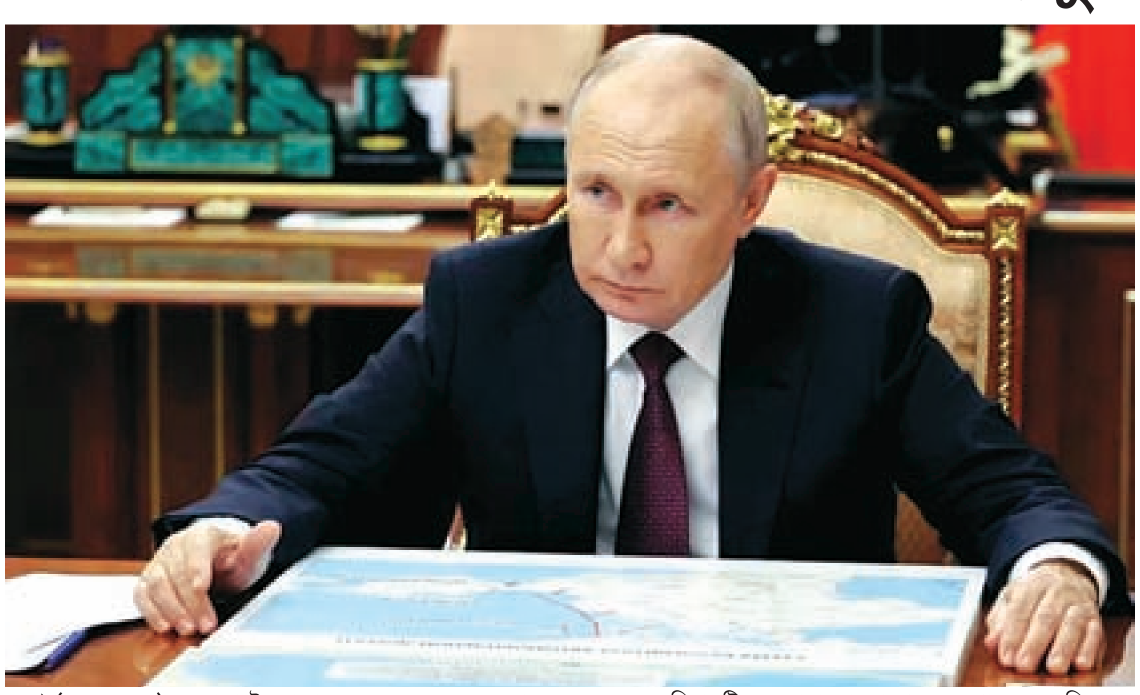

মস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠন ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবরের পর এ বিষয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাকে বহনকারী জেট বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার খবরের ২৪ ঘণ্টা পর এ নিয়ে কথা বললেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠনটির প্রধান একজন 'প্রতিভাবান ব্যক্তি' ছিলেন যিনি 'জীবনে বড় ধরণের ভুল করেছেন'।

বিমানে যে ১০ ব্যক্তি ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে তাদের সবার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মি. পুতিন। বুধবার সন্ধ্যায় মস্কোর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়। মি. পুতিন স্পষ্টভাবে প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে কিছু বলেননি।

বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই এ নিয়ে নানা ধরণের জল্পনা শুরু হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বিমানটি কিভাবে বিধ্বস্ত হলো, যাত্রী তালিকা অনুযায়ী প্রিগোজিন আসলেই বিমানটিতে ছিলেন কি না ইত্যাদি।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পেন্টাগনের মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে ওয়াগনার প্রধান সম্ভবত বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বিমানটি টিভের এলাকার যে স্থানে বিধ্বস্ত হয়েছে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন যে, বিমানটি বিধ্বস্ত হতে দেখার আগে তারা একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন।

রাশিয়ার বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অনেক তত্ত্বের মধ্যে একটি তত্ত্বের বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আর সেটি হচ্ছে, বিমানটিতে কোনো বোমা রাখা হয়েছিল কি না।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস নিউজকে বলেন, সবচেয়ে জোরালো কারণ হতে পারে যে, বিমানে হয়তো একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে।

'কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে তা অজানা হলেও বোমা হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে,' বলেন তিনি।

প্রিগোজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্য আরেকটি সম্ভাবনার বিষয়ে বলা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে, রাশিয়ার বিমান-বিধ্বংসী বাহিনী গুলি করে জেট বিমানটিকে ভূপাতিত করেছে। এটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি এবং বৃহস্পতিবার পেন্টাগন বলেছে যে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মস্কোর শেরেমেতিয়েভো বিমানবন্দর যেখান থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে যাওয়ার জন্য বিমানটি উড্ডয়ন করেছিল। সেখানকার গ্রাউন্ড স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজগুলো খুঁজে দেখা হচ্ছে।

প্রিগোজিন ছিলেন রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠন ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান। তিনি এক সময় পুতিনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

কিন্তু গত জুনে রাশিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহের পর অনেক পর্যবেক্ষক তাকে 'ডেড ম্যান ওয়াকিং' বা 'হেঁটে বেড়ানো মৃত ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন।

বিমান বিধ্বস্তের পর ক্রেমলিন পুরোপুরি নীরব ভূমিকা পালন করেছে। পরের দিন সকালে প্রেসিডেন্ট পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হওয়া ব্রিকস সম্মেলনে বক্তব্যও রেখেছেন। কিন্তু তিনি বিমান বিধ্বস্ত হওয়া নিয়ে কোন কথা বলেননি, যদিও পুরো বিশ্বে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা হচ্ছিল।

প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবরের পর মস্কোতে তার স্মরণে মোমবাতি ও ফুল দিয়েছেন অনেকে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্রেমলিনে প্রেসিডেন্ট পুতিন একটি বৈঠক করছিলেন, যেটি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। তখন মি. পুতিন বলেন, আমি নিহত সবার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাতে চাই।

তিনি আরো বলেন, প্রাথমিক তথ্য বলছে যে বিমানটিতে 'ওয়াগনারের কর্মীরা' ছিলেন।

এই সব মানুষ ইউক্রেনে নব্যনাৎসি শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, মি. পুতিন বলেন। তিনি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলেন যে, তারা নাৎসিবাদের সাথে যুক্ত।

গত ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর বিষয়টিকে বৈধতা দিতে তিনি এই অভিযোগ ব্যবহার করেছেন।

মি. পুতিন বলেন, তিনি প্রিগোজিনকে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে জানতেন এবং তাকে 'জটিল জীবন অতিবাহিত করা একজন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেন।

রাশিয়ার এই নেতা প্রিগোজিন ও তার যোদ্ধাদের বিশেষ করে ইউক্রেনের তাদের ভূমিকার জন্য প্রশংসা করেন।

তিনি জীবনে মারাত্মক ভুল করেছেন। যেখানে আমাদের এবং তার লক্ষ্য অভিন্ন ছিল, সে কাজ তিনি আমাদের হয়ে করে দিয়েছেন। গত কয়েকমাসেও সেটা অব্যাহত ছিল।

মি. পুতিন প্রিগোজিনের অতীত নিয়ে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তবে মি. পুতিন ওয়াগনার প্রধানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেননি।

যখন প্রিগোজিন ও তার সশস্ত্র যোদ্ধা বিশেষ করে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের নিয়ে দুই মাস আগে বিদ্রোহ শুরু করে তখন মি. পুতিন তাদের এই কর্মকাণ্ডকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পেছন থেকে ছুরিকাঘাত বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এই ঘটনার পর একটি চুক্তি হয়েছিল যার আওতায় ওয়াগনার যোদ্ধাদের হয় রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদান অথবা বেলারুশে পালিয়ে যাওয়ার বিকল্প দেয়া হয়েছিল, যাতে তারা শাস্তির মুখে পড়বে না বলে জানানো হয়।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এনিয়ে কোন মন্তব্য করেনি। রাশিয়ার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা নিহতদের পরিচয় সনাক্ত করার কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু মি. পুতিন বলছেন যে, ডিএনএ পরীক্ষা করতে সময় লাগবে।

টুকরো খবর

পশ্চিমবঙ্গে পহেলা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' করার প্রস্তাব কেন এসেছে?

কলকাতা ঃ বৈশাখের প্রথম দিনটিকে 'বাংলা দিবস' হিসাবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি কমিটি। এ প্রস্তাব ছাড়াও রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটিকে গ্রহণ করার প্রস্তাবও দিয়েছে বিধানসভার ওই বিশেষ কমিটি। অনেকে মনে করছেন, বিজেপি এবং বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'বাংলা দিবস' পালনের বিষয়টি সামনে এসেছে। এর আগে ২০শে জুন তারিখটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করতে শুরু করেছে ভারত সরকার, বিজেপি এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। ভারত ভাগের আগে ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলা ভাগ হবে কী না, সেই প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী নেতা ও হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই উদ্যোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করে এনেছিলেন বলে দাবি করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো, তাই সেই দিনটিকেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস ও মি. মুখার্জীর কৃতিত্বকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেয় তারা।

এর আগের কয়েক বছরে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের অনুষ্ঠানে জাঁকজমক কম থাকলেও এবছর কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমতো নির্দেশ জারি করে যে দেশের প্রতিটি রাজ্যের সরকারকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালন করতে হবে। কলকাতায় রাজ্যপালের নিবাস রাজভবনে আনন্দানুষ্ঠান হয়েছিল সেদিন। ইতিহাসবিদ ও বিশ্লেষকরা মনে করেন, ২০শে জুন, ১৯৪৭ তারিখটিকে যদি উদযাপনই করতে হয়, সেটাকে আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে না করাই শ্রেয় ছিল। ওই ভোটাভুটির ফলে দেশভাগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছিল, যার ফলে প্রায় দশ লাখ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল, ছিন্নমূল হয়েছিলেন এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। তাদের মতে, এটা কোনও উদযাপনের দিন হতে পারে না। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো অবশ্য বলে, ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের 'ভারত-ভুক্তি'র দিন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভার একটি কমিটি পাল্টা 'দিবস' হিসাবে পহেলা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই রাজনৈতিক ঠোকাঠুকি লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যে কমিটি তৈরি করেছিলেন, তার উপদেষ্টা হিসাবে রাখা হয়েছিল ইতিহাসবিদ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের গার্ডিনার অধ্যাপক সুগত বসুকে। অধ্যাপক বসু বলছিলেন, একটি রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে ২০শে জুন দিনটিকে উদযাপন করেছে। ব্রিটিশরা ৩রা জুন, ১৯৪৭-এই দেশভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করে দিয়েছিল। তাই ২০শে জুন দিনটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক দুঃখজনক পাদটীকা মাত্র। এর কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই। তাই আমরা কমিটিতে ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করলাম যে রাজ্যের জন্য কোনও বিশেষ একটি দিন যদি বাছতেই হয়, সেরকম একটা শুভ দিন আমাদের বাংলার নববর্ষ, পহেলা বৈশাখই হওয়া উচিত। এছাড়াও আমরা দেখলাম যে অনেক রাজ্যেরই নিজস্ব রাজ্যসঙ্গীত আছে। আমি সুপারিশ করি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১৯০৫ সালের ভাদ্র মাসে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আঃেদালন গড়ে উঠেছিল, সেই সময়ে, বলেন অধ্যাপক বসু। কমিটির সুপারিশের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে চলেছেন ২৯শে অগাস্ট। বিধানসভায় যেসব দলের প্রতিনিধিত্ব আছে এবং যেসব দল রাজ্য রাজনীতিতে সক্রিয়, তাদের সবাইকেই ডাকা হতে পারে বলে সরকারি সূত্রগুলি জানিয়েছে। তবে এই কমিটির সুপারিশ এবং সর্বদলীয় বৈঠকের কথা সামনে আসতেই প্রত্যাশা মতোই এ নিয়ে রাজনৈতিক দ্বৈরথ শুরু হয়েছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতে থাকতে পেরেছে, ২০শে জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করে সেটাই তারা উদযাপন করে থাকে। রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র কেয়া ঘোষ অভিযোগ করেন, মমতা ব্যানার্জী ইতিহাসসহ সব কিছুই 'গুলিয়ে' দিতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গ হিসাবে থাকবে কী না, সেটাই তো সেদিনের ভোটে স্থির হয়েছিল। সেদিন যারা ভারত-ভুক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তখন তো বিজেপি ছিল না, কিন্তু যারা পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যেমন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ছিলেন, তেমনই ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও। এই দিনটা বাঙালীর আবেগ, বাংলা ভাগের কষ্ট সেইসব গুলিয়ে দিতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জী, বলছিলেন কেয়া ঘোষ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালির অন্য একটা আবেগের দিন। সেই দিনটাকে 'বাংলা দিবস' হিসাবে কেন পালন করা হবে? বিজেপি যেভাবে ২০শে জুনকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালন করতে শুরু করেছে, সেটাকে দেশভাগের ক্ষত উসকিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অংশ বলে মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলটির অন্যতম মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বিবিসিকে বলছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০শে জুন, সেটা কে ঠিক করল? ওই দিনটি পালনের মাধ্যমে বিজেপি চাইছে দেশভাগের ক্ষত উসকিয়ে দিয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে। অন্যদিকে এমন একজনের উপদেশ অনুযায়ী পহেলা বৈশাখকে বাংলা দিবস হিসাবে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যিনি শুধু একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নন, তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উত্তরসূরি। ওই দিনটাকে রাজ্যের জন্য একটা বিশেষ দিন হিসাবে পালন করলে কেন আপত্তি তুলছে বিজেপি? প্রশ্ন তোলেন মি. চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ একটি দিন পালনের যখন সরকারি তোড়জোড় চলছে, আর তাকে ঘিরে যে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেটা অনভিপ্রেত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ। তাদের কথায়, বিজেপিসহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তো দেশভাগের 'ক্ষত উসকে' দিয়ে রাজনীতি করতেই চায়, তার পরিবর্তে মমতা ব্যানার্জীই বা কেন আরেকটা দিন পালনের আয়োজন করতে গেলেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও 'দ্য ওয়াল' পোর্টালের কার্যকরী সম্পাদক অমল সরকার বলছিলেন, এতে করে বিজেপির হাতই তো শক্ত হবে, তারা এটা নিয়ে রাজনীতি করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় যে ভোট হয়েছিল, সেখানে কিন্তু একটা বড় অংশের প্রতিনিধিরা বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, অর্থাৎ বহু মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই করুণ ইতিহাসকে খুঁচিয়ে তোলার পিছনে একটা রাজনীতি তো আছেই, যেখানে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি রয়েছে। এর বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যে রাজনীতি আনা হচ্ছে, সেটাও একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এটা আরও একটা রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেবে আর যারা দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে, এটা তাদেরই পরোক্ষে সুবিধা করে দেবে, বলছিলেন মি. সরকার। তার কথায়, স্বাধীনতার ৭৭ বছর যদি পশ্চিমবঙ্গের কোনও জন্মদিন বা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন না করে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কেন নতুন করে একটা বিশেষ দিন বেছে নিতে হবে? বিশেষ দিন পালনের কোনও যুক্তি নেই বলে মনে করেন অমল সরকার। যদি বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হয়, সেটা তো পহেলা বৈশাখের দিন অথবা ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো দিনে করা যায়। ওই দুটি দিনই তো আসলে বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারার উৎসব, বলছিলেন অমল সরকার। 'বাংলা দিবস' আর 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে এই রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে ২৯শে অগাস্ট সর্বদলীয় বৈঠক হবে। সেখানে বিজেপি যাবে কী না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। অন্যান্য দলগুলি বলছে তারা আমন্ত্রণ পেলে তবে সিদ্ধান্ত নেবে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে 'ভারত ফ্যাক্টর' নিয়ে যা বলছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

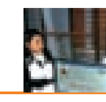

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আসছে সাধারন নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা কী হবে? এনিয়ে রাজনীতিতে চলছে নানা অনুমান ও বিশ্লেষণ। ভরত কি বরাবরের মতোই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ নেবে নাকি 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা পালন করবে? বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক দলগুলো। আগামী নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু' করার জন্য সরকারকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। যেখানে বলা হয়েছে - বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের ও পরিবারের সদস্যদের আমেরিকার ভিসা মিলবে না। এমন প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থানের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। কারণ, ভারত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। শেখ হাসিনার সরকারের উপর চাপ কমাতে ভারত কী ধরণের ভূমিকা নেয় সেটির দিকে অনেকের দৃষ্টি রয়েছে। নির্বাচন বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এক্ষেত্রে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী দেশ ভারত কী ভূমিকা নেয় সেটি প্রভাব ফেলে তাতে সন্দেহ নেই। বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিতর্ক থাকায় ভারতের অবস্থান কী হয় সেটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান কি চীন দিতে পারবে?

জোহানেসবার্গ (এজেন্সী) ঃ রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে কোন সফল পদক্ষেপ আসেনি। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো বড় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার প্রতিটিতেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে চীন।

এখন চীন এই সমস্যার সমাধান করতে ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এজন্য যেসব কঠোর পদক্ষেপ ও প্রভাব মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বেইজিংকে নিতে হবে তা চীন চাইবে কিনা সেটিই একটি বড় প্রশ্ন।

তাদের মতে, ছোট ছোট পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে অল্প কিছু রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর মতো পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এ ধরণের পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন আসলে মিয়ানমারের একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মাত্র।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, চীনের ভূমিকাকে ছোট বা বড় করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এটাকে স্বাভাবিকভাবেই দেখতে হবে। কারণ সংকট সমাধানে বাংলাদেশ সব সুযোগই কাজে লাগাতে চায়।

সব দেশের সাথেই বাংলাদেশ যেতে চায়, সব এভিনিউ এক্সপ্লোর করতে চায়, ওইটাও একটা পসিবিলিটিস, ওইটাও দেখছে, বলেন তিনি।

চীনের মধ্যস্থতায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে তিনটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে, যেগুলোর কোনটিই সফল হয়নি। আর আরেকটি উদ্যোগ নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে মিয়ানমারে ক্ষমতাসীন অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল। মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনের মধ্যস্থতাতেই সেই চুক্তি হয়েছিল। তখন চীনের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে, মিয়ানমারের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে দুই দেশের আলোচনার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা উচিত।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক অবশ্য বলেছেন যে, চীনের মধ্যস্থতায় এখনো পর্যন্ত কোন চুক্তি হয়নি।

তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ সালে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে যে চুক্তিটি হয়েছিল সেটি পুরোপুরি দ্বিপক্ষীয় একটি বিষয় ছিল। মিয়ানমারের সাথে আলোচনা করেই বাংলাদেশ সেই চুক্তিটি করেছিল। সেখানে কারো কোন চাপ বা মধ্যস্থতা ছিল না।

ওইটা একেবারেই দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ ছিল, কারো কোন হস্তক্ষেপ বা চাপ ছিল না, চীনের তো নাই।

তিনি জানান, ২০১৮ সালে চীন মধ্যস্থতা করার একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল যেটি নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

চীনের মধ্যস্থতায় যেটার(চুক্তি) কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু বাইল্যাটারাল অ্যাগ্রিমেন্টের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

২০১৮ সালের ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রথম দলটিকে মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি আর বাস্তবে আলোর মুখ দেখেনি।

এরপর ২০১৯ সালে অগাস্টে চীনের তরফ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আরেকটি উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়নি।

আর সবশেষ চলতি বছরের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে একটি পাইলট প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা শুরু করে চীন। এপ্রিলে এ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে আলোচনা করতে ঢাকা সফর করেন চীনের বিশেষ দূত দেং সি জুন।

সে ধারাবাহিকতায় এপ্রিলেই কুনমিংয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এর আওতায় একটি পাইলট প্রকল্পের অধীনে ১১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে ফেরত নেয়ার প্রস্তাব তোলা হয়। একটি রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদল মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গিয়ে সেখানকার বসবাসের ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখে আসার পর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি।

পরের মাসে অর্থাৎ মে'তে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধিদল কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সাথে দেখা করে। তবে সেই পাইলট প্রকল্প কবে থেকে চালু হবে সে বিষয়ে এখনো কোন তথ্য জানা যায়নি।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, ২০১৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশকেই আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা, ভারত, চীন।

তবে সেসময় বাংলাদেশের এই আহ্বানে চীন ছাড়া অন্য কোন দেশ সাড়া দেয়নি।

চীন এগিয়ে এসছে, অন্যরা ঠিক ওইভাবে কোন কংক্রিট টাইপ অব রোল নিয়ে এগিয়ে আসেনি। এই প্রস্তাবটা বাংলাদেশ সবাইকেই করে। ইনফ্যাক্ট এখনো করে।

চীন কতটা সমাধান দিতে পারবে?

চীনের উদ্যোগের বিষয়ে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীন যেভাবে তৎপরতা দেখাচ্ছে তাকে স্বাগত জানানোই যায়। এটা নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। কারণ তারা রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে পারবে না সেটি বলা যাবে না।

তবে চীন যেভাবে এখন মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পাইলট প্রকল্প করে তাদের ভাবমূর্তির উন্নয়নে যেভাবে সমাধান চাইছে, তাতে এই সংকটের টেকসই সমাধান আসবে না। বরং টেকসই সমাধান আনতে হলে এই সংকটের সাথে আরো যেসব অংশীদার রয়েছে তাদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

তার মতে, মিয়ানমারের ভেতরে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সম্মানজনক উপায়ে তাদের ফেরত যাবার মতো পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে পাইলট প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাবে না। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে মিয়ানমারে যে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদলটি সেখানে স্থাপিত শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে আস্থা প্রকাশ করেনি।

রোহিঙ্গাদের যারা এই সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু যাদের যাওয়াটাই আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করছি, তারা যদি স্বস্তি না পায়, তারা যদি ওখানে গিয়ে টেকসইভাবে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচবার নিশ্চয়তা না পায়, তাহলে আমরা দুইপক্ষ তিনপক্ষ মিলে যত আয়োজনই করি, সেটার সফলতা কতটা পাবে সে প্রশ্ন তো থেকেই যায়, বলেন হুমায়ুন কবির।

চীনের উদ্যোগের সীমিত উপযোগিতা আছে বলে মনে করেন তিনি। তবে এটি নিয়ে প্রশ্ন থাকার কারণে পশ্চিমের দেশগুলো বলছে যে, চীন এখন যেভাবে চেষ্টা করছে এতে করে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

মিয়ানমার নিয়ে এপর্যন্ত জাতিসংঘে বিশেষ করে এর নিরাপত্তা পরিষদে যত প্রস্তাব উঠেছে তার প্রায় সবগুলোই ঠেকিয়ে দিয়েছে মিয়ানমারের দুই বন্ধু দেশ রাশিয়া ও চীন।

হুমায়ুন কবির বলেন, মিয়ানমারের উপর যদি এখন কোন দেশের প্রভাব থেকে থাকে তাহলে সেটা চীনের আছে। কিছুটা প্রভাব রাশিয়ারও আছে। তবে সেটা চীনের তুলনায় কম। ভারতেরও কিছুটা প্রভাব মিয়ানমারে আছে বলে মনে করা হয়।

তাঁর মতে, মিয়ানমারের নীতিগত অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখনো চীনের একটা শক্ত ভূমিকা আছে এবং তারা ইচ্ছা করলে সেটা করতে পারে। তবে চীন মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের বিরাগভাজন হতে চাইবে কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তবে এখন কথা হচ্ছে যে, সেই জায়গায় যে পরিমাণ চাপের দরকার হবে বা প্রভাবের দরকার হবে সে জায়গায় চীন যেতে আগ্রহী কিনা কারণ তার কিছু মৌলিক কৌশলগত বিষয় মিয়ানমারের সাথে জড়িত আছে, বলেন মি. কবির।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধান বেশ কঠিন উল্লেখ করে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন, যেসব রোহিঙ্গা ফিরে যাবেন তাদের সংখ্যাটা কত সেটার উপরেই নির্ভর করবে যে, এই সংকটের সমাধান হবে কিনা।

১৩০ জনকে নিয়ে তোর পুরো সমস্যার সমাধান হবে না।

এই সমস্যার সমাধান আনতে হলে এর সাথে জড়িত অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। কোন একটি পক্ষ নিয়ে এগিয়ে গেলে সেটা দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান আনবে না বলে মনে করেন তিনি।

এছাড়া মিয়ানমারে ক্ষমতার পালাবদল হয়ে জান্তা সরকারের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসলে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

একই সাথে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে যে মামলা চলছে সেটার রায় আসলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে।

তবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে মিয়ানমারের জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করে নিয়ে যাবে এমন আসা খুবই কম বলে মনে করেন শহীদুল হক।

উল্লেখ্য ২০২২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মতো মিয়ানমার নিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে দেশটির রাজনৈতিক নেত্রী অং সান সুচিসহ সব রাজবন্দীর মুক্তির আহ্বানের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়।

ওই প্রস্তাবটিতে ১২টি দেশ ভোট দেয় এবং বিপক্ষে কোন দেশ ভোট দেয়নি। এই ভোটাভুটিতে মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ দুই মিত্র রাশিয়া ও চীন ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। ভোট দেয়নি ভারতও।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক মনে করেন, এখানে রোহিঙ্গা সংকটের ভবিষ্যতে নিয়ে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। একই সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্ব সব সময়ই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল এবং এখনো আছে বলেও মনে করেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবন্দরে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কী হয়েছিল?

জোহানেসবার্গ (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে সদ্যসমাপ্ত ব্রিকস বৈঠকে যোগ দেওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে সেদেশের গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গণমাধ্যমের একাংশে দাবি করা হয় যে মি. মোদীর বিমান যখন জোহানেসবার্গ বিমানবন্দরে অবতরণ করে, তখন তিনি বাইরে আসেননি কারণ তাকে স্বাগত জানাতে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাঠানো হয়েছিল।

তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত বলে মন্তব্য করেছে।

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এই বিতর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অরিন্দম বাগচী বলেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যি কথা বলতে, এটা কারো বিশুদ্ধ কল্পনার ফল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও এই তথ্য ভুল বলে খারিজ করে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমানবন্দরে ছিলেন এবং তিনিই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদ পোর্টাল ডেইলি ম্যাভেরিক ২৩ অগাস্ট একটি খবর প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'জটিল প্রেম কাহিনী : রামাফোসার নজর ছিল শি জিনপিংয়ের দিকে, মোদী অসন্তোষ প্রকাশ করে বিমান থেকে নামতে অস্বীকার করেন'।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখপাত্রও ডেইলি ম্যাভেরিকের প্রতিবেদনটিকে সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বলেন যে ওইরকম কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বলেছে, ব্রিকসের সব সদস্য দেশকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কে কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানাবেন।

সংবাদপত্রটি তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা চীনা প্রেসিডেন্টকে বেশি খাতির করেছিলেন আর নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে একজন মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন। এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বিমান থেকে নামতে অস্বীকার করেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা গিয়েছিলেন।

পত্রিকাটি লিখেছে যে সিরিল রামাফোসা শি জিনপিংকে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'অর্ডার অফ সাউথ আফ্রিকা দিয়ে ভূষিত করেন। সেই উপলক্ষ্যে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বেশ কিছু যৌথ কর্মসূচী পূর্ব নির্ধারিত ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি শুরু হয় যে সিরিল রামাফোসা যখন শি জিনপিংকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে ওয়াটারক্লুফ বিমানঘাঁটিতে মি. মোদীকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর মন্ত্রীপরিষদের একজন সদস্যকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাকে স্বাগত জানাতে আসায় অখুশি হন মি. মোদী, এমনও লেখা হয় সেদেশের সংবাদমাধ্যমে। বিষয়টি যখন বেশ জটিল হয়ে যায়, তখন তড়িঘড়ি ভাইস প্রেসিডেন্ট পল শিপোক্সা মাশাতিলেকে বিমানবন্দরে পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন মি. রামাফোসা, এমনটাই লিখেছে ডেইলি ম্যাভেরিক।

মি. মোদী দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছনর পরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে টুইট করা হয়েছিল, সেখানেও উল্লেখ করা হয় যে প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট পল শিপোক্সা মাশাতিলে।

বিষয়টি নিয়ের শোরগোল শুরু হওয়ার পরে ডেইলি ম্যাভেরিক তার সামাজিক মিডিয়া হ্যান্ডেলে দাবি করে যে ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর থেকে তারা সাইবার হামলার শিকার হয়েছে।

সংবাদপত্রটি একের পর এক টুইট করে জানায় ওই সাইবার হামলার পরে ওয়েবসাইটের সুরক্ষার জন্য ভারতে তারা নিজেদের সাইট ব্লক করতে বাধ্য হয়।

সংবাদপত্রটি লিখেছে, এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে, আমরা ডিডিওএস আক্রমণের শিকার হয়েছি (এটি এক ধরনের সাইবার আক্রমণ)। সংবাদপত্রের নিরাপত্তা কোঅর্ডিনেটর বলেছেন যে তাদের তদন্তে জানা গেছে যে এই হামলাগুলি বেশ কয়েকটি ভারতীয় সার্ভার থেকে করা হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য ওয়েবসাইটটি যাতে ব্লক হয়ে যায়, তার জন্য হাজার হাজার 'বট' তাদের সাইটে হামলা চালিয়েছে।

ভারত থেকে অনলাইন ট্র্যাফিক আটকানোর জন্য সংবাদপত্রটি অস্থায়ীভাবে একটি ফায়ারওয়াল বসিয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক বলেছেন যে সংবাদপত্রটির সুরক্ষার জন্য ভারতে এটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্লক করা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই, জানিয়েছে ডেইলি ম্যাভেরিক।সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের প্রতিবেদনটি খারিজ করে দিলেও তারা এখনও তাদের প্রতিবেদনটিকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তারা চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে ভারতেও এই প্রতিবেদনটি পড়া যায়, তবে সেটা বেশ কঠিন কাজ।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদ পোর্টাল নিউজ টুয়েন্টিফোর জানিয়েছে যে সেদেশের সরকার বলছে ব্রিকস দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানদের কে স্বাগত জানাবেন তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিবেদনে দেশটির 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগ'-এর (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) মুখপাত্র লুঙ্গা নাচেনগেলেলেকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে ভারতকে আগাম জানানো হয়েছিল যে একজন মন্ত্রীই মি. মোদীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবেন।

আবার দ্যা সিটিজেন পত্রিকাও লুঙ্গা নাচেনগেলেলের একটি বিবৃতি ছেপেছে, যেখানে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মনোমালিন্যের খবর অস্বীকার করেছেন। ওই প্রতিবেদনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেদি পান্ডোরকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে যে রাষ্ট্রপ্রধানরা সরকারি সফরে এলে তাদের স্বাগতর জন্য মন্ত্রীদের হাজির থাকাটা একটা নিয়মিত ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র ভুকানি এমদে আবার নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে ডেইলি ম্যাভেরিক এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি খারিজ করে দিয়ে সেটিকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। 'ভিওন টেলিভিশন'কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ডেইলি ম্যাভেরিকে যা প্রকাশিত হয়েছে তার একটি শব্দও সঠিক নয়।